ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 August, 2024 ■ আগরতলা ২৩ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৬ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিপর্যয়ে রাজ্যে প্রায় ১৭ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট ।। অবিরাম বর্ষণে বিপর্যয়ে রাজ্যের প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ৪৫০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং তাতে প্রায় ৬৫ হাজার ৪০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। আজ রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এই তথ্য ভাগ করেছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আটকে পড়া ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধারের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে। ওই হেলিকপ্টারে উদ্ধারকার্য চালানোর পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে গত ৪ দিনের অবিরাম ভারী বর্ষণের ফলে নদীসমূহের জলস্তর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গোমতী, দক্ষিণ জেলা, ঊনকোটি এবং পশ্চিম জেলা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা উদ্ভূত এই পরিস্থিতি নিয়ে আজ বিকেলে সচিবালয়ে মুখ্যসচিব ও অন্যান্য সচিবদের সাথে পর্যালোচনা করেছেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের বন্যার পরিস্থিতির কথা জানিয়ে রাজস্ব সচিব জানান, রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ জেলার বকাফায় ৪৯৩.৬ মিমি, সিপাহীজলা জেলায় সোনামুড়ায় ২৯৩.৪ মিমি, পশ্চিম জেলার আগরতলায় ২৩৩ মিমি এবং গোমতী জেলার উদয়পুরে ১৫৫ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। রাজ্যের ধলাই, খোয়াই, দক্ষিণ, পশ্চিম জেলা, উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলার নদীগুলির জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে।

রাজস্ব সচিব জানান, রাজ্যের প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ এই বিপর্যয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৪৫০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং তাতে প্রায় ৬৫ হাজার ৪০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিতে শিবিরগুলিতে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী যেমন- খাবার প্যাকেট, পানীয়জল এবং ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামোন্নয়ন, জলসম্পদ, বিদ্যুৎ, আরক্ষা, আধাসামরিক বাহিনী, অগ্নিনির্বাপক ইত্যাদি দপ্তরের অফিসার এবং কর্মীরা গত ৪ দিন ধরে বন্যা বিধ্বস্ত জনগণের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন। রাজস্ব সচিব জানান, এই অভূতপূর্ব বিপর্যয় পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের নজরদারী করা হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর কেন্দ্রীয় বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, বায়ুসেনা এবং এনডিআরএফও রাজ্য সরকারকে এই বিপর্যয় মোকাবিলায় সহায়তা করছেন। রাজস্ব সচিব জানান, প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে এখন পর্যন্ত পরিকাঠামো এবং কৃষি ফসল সহ বাড়িঘর এবং গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন পর্যন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অতিরিক্ত এনডিআরএফ এল রাজ্যে উদ্ধারকার্যে এমআই-১৭ হেলিকপ্টার

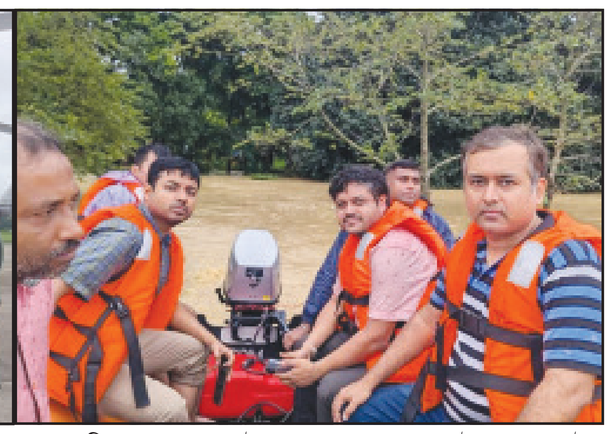

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, অপরপুর, ২২ আগস্ট ।। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এডিআরএফ-র টিম এসেছে। ভারতীয় বায়ু সেনার তিনটি বিশেষ বিমানে অরুণাচল প্রদেশের হুল থেকে এনডিআরএফের ১২০ জন জওয়ান আগরতলায় এসে পৌঁছেছেন। জানা গেছে, এডিআরএফ-এর আরও একটি টিম নিয়ে ভারতীয় বায়ু সেনার বিমান শীঘ্রই আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করে তারা। তারপরেই বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধার কাছে হাত লাগায় বিশেষ এনডিআরএফ এর দল। এদিকে, ত্রিপুরায় টানা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আগরতলা পুর নিগমের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আজ ট্রাফিক পুলিশ থেকে জলবন্ধ রাস্তার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, যাত্রীদের বিকল্প পথ দিয়ে যাতায়াত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

জলবন্ধ রাস্তাগুলি হল, রাধানগর থেকে বুধমন্দির, হারাধন সংঘের উত্তর গেট,মমারা চৌমুহনী পর্যন্ত উত্তর গেট, আরএমএস চৌমুহনীন থেকে আইজিএম চৌমুহনী, আইজিএম চৌমুহনী থেকে ডিএম ফ্লাই-ওভার, আইজিএম চৌমুহনী থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনী,আইজিএম চৌমুহনী থেকে আরএমএস চৌমুহনী। পাশাপাশি, মেলারমাথ ফ্লাই-ওভার থেকে প্যারাডাইস, প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে পোস্ট অফিস,মহিলা কলেজ থেকে গণরাজ চৌমুহনী, গণরাজ চৌমুহনী থেকে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড, নাগেরজালা থেকে বটতলা, ওরিয়েন্টে চৌমুহনী থেকে সূর্য চৌমুহনী, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী থেকে আরএমএস চৌমুহনী; ওরিয়েন্ট চৌমুহনী থেকে রবীন্দ্র ভবন ক্রসিং; নেতাজি চৌমুহনী থেকে পোস্ট অফিস চৌমুহনী রাস্তা জলমগ্ন। তাই যাত্রীদের বিকল্প পথ দিয়ে যাতায়াত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ট্রাফিক দপ্তর। অন্যদিকে, অমরপুর বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার কাজ ত্বরন্বিত করার জন্য এমআই-৭ হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অমরপুরে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এবিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সাথে কথা হয়েছল। ইতিমধ্যে রাজ্যে এনডিআরএফ-র টিম পৌঁছে গিয়েছে। তাছাড়া, বন্যা কবলিত এলাকা থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্বার কাজ চালানো শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে হাত লাগাতে আরও একটি এম আই ১৭ হেলিকপ্টার আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।

বৃহস্পতিবার রাতে বটতলা বি আর আম্বেদকর স্কুলের অস্থায়ী শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নদীর জল ঢোকায় শহরে প্লাবন ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। নদীর জল প্রবেশের কারণেই আগরতলা শহরে প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার শহরের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার সময় একথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

প্রবল বর্ষণে রাজ্যের বিভিন্নস্থানে সৃষ্টি হয়েছে প্লাবন। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয় থেকে বাদ পড়েনি রাজধানী আগরতলা শহর। বিপদ সীমার উপরে বইছে হাওড়া নদীর জল। অত্যাধিক বৃষ্টিপাত এবং নদীর জল শহরে প্রবেশ করায় প্লাবিত হয়েছে নিম্নাঞ্চল। এই প্লাবনের ফলে এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন প্রায় ৩০০০০ মানুষ। দুর্গতদের খাবারের ব্যবস্থা করেছে পুরো নিগম ও প্রশাসন। বৃহস্পতিবার আগরতলা শহরের বন্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গার্দাং অশ্বিনী পাড়ায় মাটি ধ্বসে মৃত ৭

শোক মুখ্যমন্ত্রী, ৪ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ আগস্ট।। প্রবল বৃষ্টিতে মাটি ধ্বসে শান্তিরবাজার মহকুমার গার্দাং পঞ্চায়েতের অধীনে অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়ায় দুই পরিবারের ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে এই মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পাশাপাশি মৃতের পরিবারের সদস্যদের ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রবল বর্ষায় সারা রাজ্যের সাথে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে শান্তির বাজার মহকুমাবাসীকে। বিগতদিনেও শান্তির বাজার মহকুমার দেবীপুর এলাকায় মাটির ধ্বস পরে এক পরিবারের ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রাত্রিবেলার প্রবল বর্ষায় শান্তির বাজার মহকুমার গার্দাং পঞ্চায়েতের অধীনে অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়ায় দুই পরিবারের ৭ জন মারা যায়। যার মধ্যে এক পরিবারের ৫ জন সদস্য ও অপর পরিবারের ২ জন সদস্য রয়েছেন। সানীয়দের সহযোগিতায় এখন পর্যন্ত ৬ জনের মৃতদেহের খোঁজ পাওয়া গেছে। অপর একজনের মৃতদেহ উদ্ধারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় লোকজনেরা। ওই দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন উমাচরণ ত্রিপুরা (২৫),মন্দিরা ত্রিপুরা (২৩)। অপর পরিবারের সদস্য প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা(২১), অজয় ত্রিপুরা (১৬), রাকেশ ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে চার জেলায় লাল সর্তকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। বাংলাদেশের উত্তর অংশে ঘূর্ণাবর্তার প্রভাবে রাজ্যে অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের চার জেলায় লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে। তবে ধলাই, গোমতী, সিপাহীজলা এবং দক্ষিণ জেলায় দু এক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি রয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। প্রসঙ্গত, আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ম তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

কাটাখাল

ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত কাটাখাল এবং হাওড়া নদীর উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই আইন অমান্য করা হলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৫ এর রুল-৩০ অনুযায়ী কোন ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে কাঁটাখাল এবং হাওড়া নদীর উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বন্যার জন্য ভারত দায়ী নয় বাঁধ খুলে দেওয়ার দাবি অসত্য ঃ বিদেশমন্ত্র

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট।। বাংলাদেশের বন্যার জন্য ভারত দায়ী নয়। পাশাপাশি, ত্রিপুরার গোমতী নদীর ডুম্বুরের বাঁধ খুলে দেওয়ায় ফলে বাংলাদেশের বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এটি বাস্তবে সঠিক নয়। এক বিবৃতি জারি একথা জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

প্রসঙ্গত, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গোমতী নদীর অবাহিত এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে এই বছরের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

ডুম্বর বাঁধটি বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। প্রায় ১২০ কিলোমিটারেরও বেশি উজানে অবস্থিত। এটি একটি স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট (প্রায় ৩০ মিটার) বাঁধ। যা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে একটি গ্রিডে পাঠায় এবং সেখান থেকে বাংলাদেশও ত্রিপুরা থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি গ্রহণ করে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, সমগ্র ত্রিপুরা ও এর পার্শবর্তী বাংলাদেশের জেলাগুলোতে ২১ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলমগ্ন শহর ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট ।। রাজধানী আগরতলার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। জনগনকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বৃষ্টি থেমে নেই। এর আগে ত্রিপুরায় এভাবে বৃষ্টিপাত হয়নি। গোটা রাজ্যের সবকটি নদী মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। জলস্তর সতর্কসীমা পেরিয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আজ সকালেও রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। ইতিমধ্যে অরুণাচল প্রদেশ থেকে এনডিআরএফ-এর টিম রাজ্যে এসেছে। পাশাপাশি, উদ্বার কাজের জন্য দুটি হেলিকপ্টার ও নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস মিলেছে। তাই জনগণকে আতঙ্কিত না হতে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত বন্ধ রাখার ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির কারণে সরকারী এবং বেসরকারী (স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়) সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এদিকে রাজ্য সরকারের, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত, অথবা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ, প্যারামেডিকেল কলেজগুলি আগামী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৬৫ ▫ ২৩ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ৬ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

যুদ্ধ-বিরোধী বার্তা মোদির

ভারত সবসময়ই শান্তিকামী। শান্তি সম্প্রীতি ভারতের মূলধন। মহাত্মা গান্ধী যে শান্তির বাণী প্রচার করিয়া গেছেন সেই বাণী দেশের প্রতি শিরোধার্য বলিয়া মনে করেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক গান্ধীজীর সেই বাণীকে বিশ্বাস করেন। ভারতের আভ্যন্তরী ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভেদাভেদ থাকিতেই পারে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতের সব কটি রাজনৈতিক দল সবসময় একই সুরে কথা বলে। শুধু দেশের অভ্যন্তরীর্ণয় বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও ভারতের একই কৌশল। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সাতদিকেই উন্নয়নের এবং প্রগতির অন্যতম সোপান বলিয়া মনে করেন। ভারতের যেকোনো বন্ধু প্রতিম দেশ যাহাতে শান্তির পথেই পরিচালিত হয় সেই প্রত্যাশা ভারতের। যুদ্ধ নয় শান্তি চাই সেই পথেই ভারত সব সময় পরিচালিত হইতেছে। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও দেশের প্রধানমন্ত্রী একই কৌশল নিয়াছেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেন সফরের আগে পোল্যান্ড থেকে আরও একবার যুদ্ধ বিরোধিতার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষীক বৈঠক করেন মোদি। বৈঠক শেষে পশ্চিম এশিয়া ও ইউক্রেনের সংঘাত নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। যৌথ বিবৃতি দিতে গিয়া মোদি বলেন, ইউক্রেন-পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে চলাতে থাকা যুদ্ধ আমাদের সকলের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কোনও সমস্যার সমাধানই যুদ্ধক্ষেত্রে হয় না। জেলেনস্কির আমন্ত্রণে পোল্যান্ড থেকেই ইউক্রেন রওনা দেবেন মোদি। এই প্রথমবার ইউক্রেন সফর করিবেন কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী।ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে নিরাপত্তার খাতিরে ট্রেনেই ইউক্রেন সফর করিবেন মোদি। সম্প্রতি রাশিয়া সফরে গিয়াও পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীক বৈঠক করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। রাশিয়া গিয়াও শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরকে ভালো চোখে নেয়নি ইউক্রেন। যদিও যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বারবার আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজার কথা বলে আসিয়াছে ভারত।

বৃহস্পতিবার পোল্যান্ড থেকে মোদি বলেন, যেকোনও সঙ্কটে নিরীহ মানুষের মৃত্যু সমগ্র মানব সমাজের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সবরকমের সহযোগিতা করবে। এরপরেই দু' হাজার বাইশ সালে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের সময় ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্ধারে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া পোল্যান্ডের প্রশংসা করেন মোদি।শুক্রবারই ইউক্রেনের মাটিতে পা রাখিবেন মোদি। সফরে গিয়া কিয়েভে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করিতে পারেন মোদি। জেলেনস্কিকেও যুদ্ধ বন্ধ করিতে মোদি অনুরোধ জানাইতে পারেন বলিয়া সূত্রের খবর।

ভারত বরাবরই বিশ্ব দরবারে যুদ্ধ নয় শান্তি প্রতিষ্ঠার বার্তা দিয়া আসিয়াছে। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করিতে পুতিন হোক বা জেলেনস্কি, দুই রাষ্ট্রনেতাই পিছু হটিতে নারাজ। এই আবহে রাশিয়ার পর মোদির এই ইউক্রেন সফরকে স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট তাৎপর্যের চোখেই দেখিতেছে আন্তর্জাতিক মহলও।

হাসপাতালে ভয়ের পরিবেশ রয়েছে, শীর্ষ আদালতে জানালেন আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবারের সুপ্রিম কোর্টে এমনই অভিযোগ করলেন আর জি করের আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকদের আইনজীবী বলেন, "হাসপাতালে এখনও ভয়ের পরিবেশ রয়েছে।" ছাত্রদের অভিযোগ শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, "কে এমন করছেন? তাঁর নাম আমাদের দিন।" চিকিৎসকদের আইনজীবী আদালতে বলেন, "রাজ্য এমন একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে, যাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।এদিন শুনানির সময় আর জি কর-কাণ্ডে অভিযুক্তের মেডিক্যাল রিপোর্ট কোথায়, সিবিআইয়ের কাছে জানতে চাইলেন প্রধান বিচারপতি। জবাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি জানায়, রাজ্য তাদের হাতে এটা দেয়নি। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল জানান, কেস ডায়েরির মধ্যে সব রয়েছে। বিচারপতি পারদিওয়ালা জানতে চান, কখন ময়নাতদন্ত হল? রাজ্য জানায়, সন্ধ্যা ৬টা ১০ থেকে ৭টা ১০-এর মধ্যে। বিচারপতি পারদিওয়ালা রাজ্যের কাছে জানতে চান, অস্বাভাবিক মৃত্যু কখন দায়ের করা হয়? রাজ্য জানায়, দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের হয়েছিল। বিচারপতি পারদিওয়ালা বলেন, "এটা কি অস্বাভাবিক মৃত্যু? যদি হয়, তবে ময়নাতদন্তের কী প্রয়োজন ছিল? এখানে দেখতে পাচ্ছি রাত সাড়ে ১১টায় জেনারেল ডায়েরি হয়। তার ১৫ মিনিটের মাথায় এফআইআর হল? আদালতের কাছে সঠিক ভাবে বক্তব্য রাখুন। বিচারপতি পারদিওয়ালা আরও বলেন, "অবাক হচ্ছি, ময়নাতদন্তের আগেই বলে দেওয়া হল অস্বাভাবিক মৃত্যু?"

ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি চাইলেন অভিষেক, কঠোর আইনের দাবি তৃণমূল সাংসদের

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): মাঝে কয়েকদিনের বিরতির পর আর জি কর কাণ্ডে ফের মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লিখেছেন, 'গত ১০ দিনে আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় যখন গোটা দেশ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, সুবিচারের দাবি করছে, তখনও দেশ জুড়ে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৯০০ জনকে ধর্ষণ করা হয়েছে। প্রতিদিন ৯০টি ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট লেখানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় চারটি এবং প্রতি ১৫ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট দায়ের হয়েছে। অথচ এত কিছু সত্ত্বেও এই অপরাধের কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান বার করা গেল না।"অভিষেক এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, 'আমাদের কঠোর আইন দরকার, যা ৫০ দিনের মধ্যে বিচার এবং দোষী সাব্যস্ত করার বিধান করে, তারপরে যেন কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয়, কেবল খালি প্রতিশ্রুতি নয়। রাজ্য সরকারগুলিকে অবশ্যই এই কাজ করতে হবে এবং অবিলম্বে ধর্ষণ বিরোধী আইনের জন্য কেন্দ্রকে চাপ দিতে হবে যা দ্রুত এবং কঠোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।'

শিক্ষার অঙ্গনে ইউলিয়াম কেরির মদনাবতী আজও অন্ধকারে

স্বপনকুমার মণ্ডল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুঘলসম্রাট সাজাহানকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন, "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন, ধন মান"। কালস্রোতে শুধু তাই নয়, স্থানিক পরিচয়ও বিস্মৃততীর্থ হয়ে ওঠে। সেগুলি ভেসে গেলেও কিন্তু সব হারিয়ে যায় না। ঠাঁই নেয় ইতিহাসের প্রবাহে। অথচ সেই ইতিহাসও তার নিজের ছন্দেই বেগবান। ফলে পথ কালক্রমে অপথ হয়ে ওঠে, অপথ পথ হয়ে যায়। আবার কোনও অখ্যাত স্থান কোনও প্রখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সেরকমই একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান মালদার বামনগোলা ব্লকের উত্তরপ্রান্তের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম মদনাবর্তী। এই গ্রামটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব তথা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক উইলিয়াম কেরি'র (১৭.০৮.১৭৬১-০৯.০৬.১৮৩৪) স্মৃতিধন্যের কৌলিন্যে কুলীন। অথচ কুলীন গ্রামটির সেই কৌলিন্য আজ আর নেই। কালের করাল গ্রাসে সেই স্মৃতি আজ বিস্মৃততীর্থের মলিনতায় ম্লান হয়ে উঠেছে।

মদনাবতীতে উইলিয়াম কেরি সাড়ে চার বছরের মতো ছিলেন। তাঁর জীবনের সেই কয়েকবছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি মদনাবর্তীতে এসেছিলেন সেখানকার নীলকর সাহেব হয়ে। কিন্তু তিনি নীল ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন ধর্ম ব্যবসায়ী। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্যই তিনি সুদূর ইংল্যান্ড ছেড়ে এদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি প্রথম এদেশের বাঙালিসমাজে খ্রিষ্টান মিশনারি হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন। অথচ তাঁর সেই পথ তত মসৃণ ছিল না। কিন্তু তাঁর অদম্য মন কখনওই তাতে দমে যায়নি। মদনাবর্তীতেও তার পরিচয় সুলভ।

কেরির জীবন বড়ই বিচিত্র। তাঁর জন্ম হয়েছিল ইংলন্ডের নরদাম্পটনশায়ারের পলাস্পিউরি গ্রামের দরিদ্র পরিবারে। তাঁর বাবা প্রথমে তাঁতের কাজ এবং পরে শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষিত বাবার সাহচর্য পেলেও তিনি বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি। তবে নানা বিষয়ে প্রচুর বই তিনি পড়েছিলেন। বিশেষকরে ভ্রমণকাহিনি, ভূগোল, দেশ আবিষ্কারের কাহিনি, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ল্যাটিন বোকাবুলারি বা শব্দকোষ মুখস্থ করেছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। প্রথাগত পড়াশোনায় তিনি বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেননি। দারিদ্রই তাঁর জীবনে অভিশাপ হয়ে আসে। মাত্র চৌদ্দো বছর বয়সেই তাঁকে জুতা তৈরির কাজে ভিড়ে যেতে হয়েছিল। সেজন্য অনেক অভিজাত ইংরেজ তাঁকে ত্বদ্রত্নক্ষ্ম ত্ননত্রু বলে আড়ালে উপহাস করতেন। তার জন্য তাঁর কোনও দুঃখ ছিল না।

কলকাতার জনৈক সামরিক আধিকারিক জনান্তিকে shoc maker বলে বিদ্রুপ করেছিলেন। তাতে উল্টে তাঁকেই তিনি রেগে না গিয়ে সংশোধন করে দিয়ে বলেছিলেন, No– sur, অবশ্য বাবার মতো দ্রদ্রনা থ ত্বদ্রত্নত্ননত্রু তিনিও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর বিভিয় ভাষা শেখার আগ্রহ ছিল। সেজন্য তিনি গ্রীকভাষা আমার করতে পেরেছিলেন। আবার যৌবনে কোনও ধর্মভাব না জাগালেও গভীরভাবে নিউ টেস্টামেন্ট তাঁর সঙ্গে তাঁর থেকে পড়েছিলেন। পাঁচ বছরের বড় ডরোথি প্ল্যাকেটের বিয়ে বয়স কুড়ি। বিয়ের রাইল্যান্ডের দ্বারা হয়। তখন তাঁর দু'বছর পরে তিনি ডঃ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর বছর তিনেকের শারীরিক দিক থেকে তাঁর জুতার ব্যবসায়েও মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেটিকে ছাড়তে বাধ্য হন ঘনিয়ে আসে। এইসময় মন্দা দেখা দেওয়ায়। তাঁর কষ্টের দিন তিনি নিবিড়ভাবে খ্রীস্টধর্মের সংস্পর্শে আসেন Zion's Travellers পড়ে হলের Help to তিনি এতটাই মুগ্ধ হন যে আঠাশ বছর বয়সেই তিনি ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ করে নিজেকে এজনা তিনি তিনি কুকের সঁপে দিতে চান। ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে জানলেন ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে অখ্রিষ্টান ও পৌত্তলিক হীদেনদের বহুদেশ রয়েছে। কিন্তু তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করে সেসব দেশে প্রচারের কাজে বেরিয়ে পড়ার কথা নবগঠিত ব্যাপটিস্ট জানালেও সকলের মিশনারিতে অনুমোদন পেলেন না। তাঁরই খ্রিষ্টগুরু তাঁকে আশাহত করেন। পরে তাঁরই পরামর্শে পেলেন না জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ১৭৯৩-এর ১১ নভেম্বর। কলকাতায় তাঁদের নীলকুঠিতে যেতে হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মালদা থেকে বাসরুটে নালাগোলা হয়ে মদনাবর্তীর দূরত্ব পঁয়ষট্টি কিলোমিটারের বেশিই হবে। উডনী তাঁকে মাসিক দুশ টাকা বেতনে সেই কুঠি দেখভালের দায়িত্ব দেন। তখন কেরির পরিবারে তাঁর স্ত্রী ছাড়াও চার ছেলে ও এক শালীও ছিল। এছাড়া তাঁর বাংলা শিক্ষক রামরাম বসুও এসে জুটেছিলেন। ধর্মপ্রাণ কেরি এই অবস্থাতেই খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেন। বেতানের তিন ভাগের গড়ে ওঠে। সেই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অবশেষে গুরুর আদেশ উপেক্ষা করেই কেরি দুইবার ভারত- ভ্রমণে অভিজ্ঞ টমাসের সঙ্গে যাত্রার প্রায় পাঁচ মাস পরে ভারতে চলে আসেন। সেটি এক ভাগ তিনি প্রচারের কাজে ব্যয় করতেন। অবশ্য এভাবে চাকরি করে বেতন স্বাগত জানালেন রামরাম বসুরা। এই রামরাম বসুকেই কেরি তাঁর মুন্সি নিয়োগ। না শিখেই করেন। তাঁর কাছ থেকেই বাংলা শিখেছিলেন। কিন্তু ভালো করে না শিখেই তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করে তাতে হয় হিতে বিপরীত। স্থানীয় হিন্দুদের দ্বারা বাঁধা পেলেন। এদিকে আবার থাকতে গেলেও প্রচুর অর্থের দরকার, তাঁদের ছিল না। নানারকম বাধাবিয়ের পড়ে তাঁরা যাযাবরের মতো ঘুরতে। এইভাবে মাসসাতেক ঘুরতে তাঁরা একসময় মালদার মদনাব- পৌঁছান। তার আগে তাঁরা মানিকতলা, সুন্দরবন, দেহাটা, হাসনাবাদ স্থানে ঘুরে ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়েছেন। তবে তাঁরা মালদা এসেছিলেন তাগিদে নয়, বরং দায়ে পড়েই। ইষ্ট কোম্পানি খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্র- ভালো চোখে দেখত না। পিছনে এই ফলে এদেশের লোকের মধ্যে দেখা দেয়, সেজন্য মিশনারিদের সাহায্য তো করতই না, উল্টে সন্ধান পেলে দেশে ফেরত পাঠাত। নানা দিক বিপর্যস্ত হওয়ায় কেরি তাঁর নিয়ে খুব অসুবিধার মধ্যে অসুবিধা থেকে তাঁকে উদ্ধার বিদেশসঙ্গী টমাস। সেসময় ইষ্ট কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী চার্লস টমাসের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁর করেন তিনি বাংলা দেন। শহরে তাও মধ্যে থাকেন ঘুরতেই তীতে ব্যান্ডেল, প্রভৃতি নিজের ইন্ডিয়া চারকে প্রচারের বিদ্রোহ কোনওরকম তাঁদের এভাবে পরিবার পড়েন এই করেন তাঁরই ইন্ডিয়া গ্রান্ট কর্মতৎপরতায় টমাস গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য উডনীর পরিচালিত নীলকুঠিতে কাজ পেয়ে যান। আবার টমাসের পরামর্শে কেরিকেও উডনী কাছে টেনে নেন। ১৭৭৪ এর ১৪ জুন কেরি সপরিবারে মালদায় পৌঁছানোর পর তাঁকে আরও পনেরো ক্রোশ দূরের মদনাবতীর কেরিসাহেব কাজের শেষে পায়ে হেঁটেই দূরদূরান্তের গ্রামেগঞ্জে প্রচারে বেরিয়ে পড়তেন। তাতে অবশ্য গ্রামের নিরক্ষর লোকজনের মধ্যে বেশ সুবিধা করে উঠতে পারতেন না। তবে তিনি তাঁর কৃষির অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। পরবর্তীতে তিনি সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি একটি নতুন উপায় অবলম্বন করলেন। সেবছরই স্থানীয় ছেলেদের জন্য রামরাম বসুর সহায়তায় তিনি একটি স্কুল খোলেন। এটি বর্তমান মালদা জেলার দ্বিতীয় বিধিবদ্ধ স্কুল। এর আগে আরেকজন ইংরেজ জন এলারটন মালদার ইংলিশ বাজারে গোয়া মালতীতে প্রথম স্কুলটি খুলেছিলেন। অবশ্য তখনও মালদা জেলার সৃষ্টি হয়নি। ১৮১৩ সালে মালদা জেলার সৃষ্টি হয়েছিল। কেরি দরিদ্র কৃষকদের ঘরের ছেলেদের স্কুলমুখি করার জন্য খাবার ও পোষাকও দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। আবার যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় থাকে সেজন্য তিনি হিন্দু ছেলেদের বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত এবং মুসলিম ছেলেদের সংস্কৃতের বদলে ফারসি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছেলেদের শিক্ষিত করা নয়, বরং খ্রিষ্টধর্মে নেওয়াকেই তাঁর লন্ডনের প্রেরক কমিটি ভালো চোখে দেখেননি।

কেরি ইতিমধ্যে মদনাবতীতে সাহেব বনে গিয়েছেন। প্রথমে তিনি শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। অবশ্য তখনও তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ব করতে পারেননি। কিছু হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক খ্রিষ্টধর্মে আকৃষ্ট হলেও মদনাবতীর সাধারণ গ্রামবাসীরা তাঁকে মেনে নিতে পারেনি। তাঁর একটি ছেলে অল্পবয়সেই মারা যায়। কিন্তু তাঁর সেই ছেলের মৃতদেহকে কবর দেওয়ার জন্য সেখানকার একটি লোককেও ডেকে পাননি। শেষে তাঁকে নিজের ছেলের মৃতদেহ বইতে হয়েছিল। এদেশে আসার আগে থেকেই কেরির বিশেষকরে হিন্দুদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু আসার পরে পরেই রামরাম বসুর সঙ্গে নবদ্বীপে ঘোরার ফলে তাঁর সে ধারণা অনেকটাই নষ্ট হয়েছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজ তাঁকে থাকারও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মদনাবতীতে এসে সে ধারণা তাঁর আরও বদ্ধমূল হয়। এমনকি সেই মৃতদেহ বহনে সেদিন কোনও মুসলিমও এগিয়ে আসেননি। এজন্য কেরি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। রামরাম বসুর চরিত্র ভালো ছিল না। সেজন্য কেরি তাঁকে একটি অমার্জনীয় কাজের জন্য ১৭৯৬-এ বিদায় দেন। অন্য পণ্ডিতরাও একে একে পালিয়ে যান। ফলে স্কুল উঠে যায়। অন্যদিকে কেরিসাহেব বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কেরিই প্রথম বাংলা ভাষার আধুনিক রীতিতে অভিধান (বাংলা-ইংরেজি অভিধান, ১৮২৫) ও ব্যাকরণ "The Grammar of the Bengali Language", ১৮০১) লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পর্বের ব্যবহৃত এমন কিছু শব্দ কেরির অভিধানেই পাওয়া যায়। যেমন, "অবসাদক", "অবশ্যকৃতা", কটা (মৌলিক), অবরোহী" (গাড়ি থেকে যে যাত্রী নামছে বা এইমাত্র নেমেছে) প্রভৃতি। কেরি বাংলা ভাষা সুষ্ঠুভাবে অনুশীলনের জন্য মহাভারতের অনুবাদেও হাত দিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধুমাত্র অনুবাদ ও অন্যান্য বিষয় রচনা করলেই তো হবে না, সেগুলি আবার প্রকাশ করা প্রয়োজন। সেজন্য মুদ্রণের ব্যবস্থা করা জরুরি। কিন্তু কলকাতা থেকে দশ হাজার কপি বাইবেল অনুবাদের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগত্যা তিনি নিজেই একটি মুদ্রণ যন্ত্র কেনার জন্য মনস্থির করেন। এজন্য কেরি লন্ডনের কমিটিকে অনুরোধ জানান। এই সময় তিনি কলকাতায় একটি কাঠের মুদ্রণযন্ত্র বিক্রির কথা জানতে পারেন। ধর্মপ্রাণ উডনী চারশ টাকা দিয়ে সেটি কিনে কেরিকে উপহার দেন। ১৭৯৮-এর সেপ্টেম্বরে মুদ্রণযন্ত্রটি মদনাবতীর ঘাটে পৌঁছানোর পর কেরি আনন্দের উচ্ছ্বাসে ও চিৎকারে যেভাবে যন্ত্রটির গুণগান বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাতে জমায়েত হওয়া সাধারণ লোকজন সেটিকে সাহেবদের ঠাকুর। ভেবেছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কেরিই প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের সদ ব্যবহার করতে দীক্ষিত করা। সেজন্য তিনি ছাত্রদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের বাণী শোনাতে লাগলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে যে ছেলেদের শিক্ষাদেওয়া সহজ হয়, এ ধারণা কেরির মনে প্রথম থেকেই সুদৃঢ় হয়েছিল। সেজন্য তিনি শুধু নিজেই বাংলা ভাষা শেখার চেষ্টা করেননি, সেই সঙ্গে স্কুলেও মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ানো চালু করেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে মাতৃভাষায় বাইবেলের অমৃত কথা ছড়িয়ে দিয়ে আকৃষ্ট করতে পারেন, সে চেস্টাতেও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নিউটেস্টামেন্টের অনুবাদে তখনই লেগে যান। ১৭৯৫-এর জুনের মধ্যেই তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের "The Book of Genesis"-এর সম্পূর্ণ এবং "Exodua" -এর ২৩ অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি বাংলাভাষায় আরও স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য ওospel of John অনুবাদেও সামিল হন। তখনও তিনি বাংলা ভাষা ভালো করে আয়ত্ব করতে পারেননি। তবে তাঁর পরীক্ষামূলক স্কুলটি বেশি দিন না চললেও অনুবাদের কাজটি তখনও সচল ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

পেরেছিলেন। কেরিকে একের পর এক বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। মদনাবতীতে আসার পরেই মিশনারিদের প্রতি সরকারি বিরোধিতা ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। উগ্র জ্যাকোবিনরা মিশনারি- দের ছদ্মবেশে যাতে ঢুকতে না পারে সেজন্য ১৭৯৫-এ গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর মিশনারিদের বিরুদ্ধে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ঘোষণা করা হয়, তাদের ধরতে পারলে আর্থিক জরিমানাই শুধু নয়, বন্দি করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেজন্য কেরি মদনাবতীর নীলকুঠিটি কোনওপ্রকারে ঋণ করে তিন হাজার টাকায় কিনে নেন। কারণ নীলকরদের উপরে তখন কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। কিন্তু উড়নীর জায়গায় যিনি এলেন, তিনি মিশনারিদের প্রচারবিমুখ ছিলেন। তার উপর কেরির সঙ্গে তাঁর বনিবনাও ভালো হয়নি। কেরির একটি হিন্দুবিদ্বেষী প্রবন্ধ পড়ে তিনি এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে তিনি মামলা করতে চেয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৭৯৮-এ মদনাবতীর নীলকুঠিটি বন্ধ হয়ে যায়। সেসময় কেরিকে বাধ্য হয়ে হাতের পাঁচ খুইয়ে এবং বাকিটা ঋণ করে ৩০০ পাউন্ডে মদনাবর্তী থেকে প্রায় ছয় মাইল উত্তরের টাঙ্গন নদীর তীরের খিদিরপু- রের নীলকুঠিটি কিনে নেন। আবার তাঁকে সপরিবারে ১৭৯৯ এ সেখানে চলে যেতে হয়। এদিকে তাঁর স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ডরোথি কলকাতা ছেড়ে অজপাড়া- গাঁয়ে থাকতে চাইছিলেন না। নানাভাবে বিপর্যস্ত কেরি অসহায় হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য তিনি ইতিমধ্যেই বাইল্যান্ডকে মিশনারি পাঠানোর অনুরোধ করেন। সেইমতো ১৭৯৯-এর ২৯ মে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও সপরিবারে জশুয়া মার্শম্যান রওনা হন এবং ৫ অক্টোবরে কলকাতায় পৌঁছান। তাঁরা অবশেষে কেরির সঙ্গে দেখা করেন। কেরিও তাঁদের অনুরোধে নতুন জীবনের আলো পেলেন। ১৭৯৯-এর ২৫ ডিসেম্বর মতান্তরে ১৮০০-এর ১ জানুয়ারি কেরি মদনাবতী পরিত্যক্ত কাপড়ের মতোই ফোলে রেখে নৌকাযোগে তখনকার সবচেয়ে নিরাপদ স্থল সেই হুগলির শ্রীরামপুরে (শ্রীরামপুর ইংরেজদের অধীনে ছিল না।) পাড়ি দিয়ে বিপুল কর্মযজ্ঞে মেতে ওঠেন। অথচ শ্রীরামপুরের সফল মিশনারি (বাঙালির মধ্যে সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কৃষ্ণ পালের দীক্ষাকার্য সম্পাদনা কেরিই করেছিলেন।) ও পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ও অন্যান্য ভাষার সার্থক অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ এবং লেখক উইলিয়াম কেরির প্রস্তুতিপর্বের গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান যে মালদার মদনাবতী, তা আজও অনেকের অজানা থেকে গেছে। আবার এই মদনাবতীতেই তাঁর জীবিতদের মধ্যে বড় ছেলে ফেলিক্স কেরি (১৭৮৬-১৮২২) বাংলা ভাষা শিখেছিলেন এবং মুদ্রণযন্ত্রের নানা কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বাবার মতো একাধিক বই বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বঙ্কিমের কথিত বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি কথাটা কত অমোঘ হয়ে উঠতে পারে, তা কেরির মদনাবর্তীর দিকে ফিরে তাকালে বোঝা যায়। ১৯৭৫-এ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যা- লয়ের তৎকালীন উপাচার্য অম্লান দত্ত কেরির জন্মোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি একটি কেরির নামে পাঠাগারও উদ্বোধন করেন। সেটিও শেষ নিঃশ্বাসে অপেক্ষায়। এমনকি কেরি সাহেবের স্মারকস্তম্ভটির লিপি নিশ্চিহ্নপ্রায়। নীলকুঠিটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এ বিষয়ে উদাসীন এবং জনগণও নিরুৎসুক। কবে আমরা ধর্মীয় চেতনার উর্ধে উঠে কাজের মূল্যায়নে মানুষের বিচার করতে শিখব, সেদিনের অপেক্ষায় আমাদের আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, কে জানে। তা না-হলে কেরিসাহেবের মূল্যবান কর্মজীবনের স্মৃতিতীর্থ আজও কেন সংরক্ষণের আলোর নীচের অন্ধকারে রয়ে যাবে, সেটাই মস্ত বড় জিজ্ঞাসা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সৌরজগতের সবচেয়ে শীতল স্থান

সিরাজুর রহমান

পৃথিবীর শীতলতম স্থান অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের পূর্ব অ্যান্টার্কটিক মালভূমি। সেখানকার গড় তাপমাত্রা মাইনাস ৯৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে ২০২৩ সালে রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস ৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর দক্ষিণের এই অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডার জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। এটাই কি সৌরজগতেরও সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা? নাকি পৃথিবীর বাইরে এর চেয়েও শীতল স্থান রয়েছে?

অনেকে মনে করতে পারেন, সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহটিই হবে সবচেয়ে শীতল। কারণ, সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় সবচেয়ে কম। সে হিসাবে বামন গ্রহ প্লুটোর কোনো স্থানকে সৌরজগতের সবচেয়ে শীতল স্থান মনে হতে পারে। এটা আসলে পুরোপুরি সত্যি নয়। প্লুটোর গড় তাপমাত্রা মাইনাস ২৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এরচেয়েও কম তাপমাত্রার স্থান সৌরজগতে রয়েছে। সেটা আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মাত্র ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দূরে। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। চাঁদেই রয়েছে সৌরজগতের শীতলতম স্থান।

যাঁরা উর্ট ক্লাউডকে সৌরজগতের অংশ ভাবেন না, তাঁদের মতে সবচেয়ে শীতল স্থান চাঁদেই। কিন্তু উর্ট ক্লাউডকে সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত ধরে নিলে সেটাই হবে শীতলতম স্থান। কারণ সেখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ২৬৮.১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আসলে হাজার হাজার কোটি বছর আগে সৃষ্ট চাঁদে এমনকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা রয়েছে, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছানো সম্ভব নয়। যেমন চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রয়েছে হারমাইট ক্র্যাটারসহ এরকম আরও অনেক গর্ত। সেগুলোর তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস ২৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০০৯ সালে লুনার রিকনিসেন্স অরবিটার মিশনের সংগৃহীত তথ্য থেকে বিষয়টি জানা যায়।

তবে সৌরজগতের সবচেয়ে শীতল স্থান নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে সৌরজগতের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে। অনেকের মতে উর্ট ক্লাউড আমাদের সৌরজগতের অংশ। কিন্তু তা আবার সব বিজ্ঞানী মানতে নারাজ। যাঁরা উর্ট ক্লাউডকে সৌরজগতের অংশ ভাবেন না, তাঁদের মতে সবচেয়ে শীতল স্থান চাঁদেই। কিন্তু উর্ট ক্লাউডকে সৌরজগতের অন্তর্ভূক্ত ধরে নিলে সেটাই হবে শীতলতম স্থান। কারণ সেখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ২৬৮.১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তবে সূর্য থেকে গ্রহগুলোর দূরত্বের ওপর নির্ভর করে কিন্তু তাপমাত্রা নির্ধারিত হয় না। সূর্যের অনেক কাছের গ্রহের তাপমাত্রা দূরবর্তী গ্রহগুলো থেকে কম। এমনটা কেন হয়, তা অন্য একদিন বলব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ত্রিপুরার বন্যাক্রান্ত মানুষদের স্টেশনে আশ্রয় ও সাহায্য প্রদান উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২২ আগস্ট, ২০২৪: ত্রিপুরায় প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে, রেলওয়ে লোকো পাইলট, লোকো ইন্সপেক্টর, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর এবং স্টেশন কর্মীদের সতর্কতার মাধ্যমে রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২১.০৮.২০২৪ তারিখে, লোকো পাইলট শ্রী আর.এন. কুমার এবং সহকারী লোকো পাইলট শ্রী সুরজিৎ দেবনাথ ট্রেন ০৫৬৭৬ আপ ধর্মনগর - আগরতলা প্যাসেঞ্জার স্পেশালে কর্মরত সময়ে একটি সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করেন। ট্রেনটি প্রায় ১০০০ যাত্রী নিয়ে বারামুড়া পাহাড়ি এলাকা দিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল। তেলিয়ামুড়া স্টেশন পার হওয়ার পর লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলট-এ সকাল ১০-১০ টায় আগরতলা থেকে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার দূরে কি.মি. ১৪৯/০২-এ হঠাৎ রেলপথে বাধা লক্ষ্য করেন। তারা কোনো সময় নষ্ট না করেই জরুরি ব্রেক লাগিয়ে ট্রেন থামিয়ে দেয়। ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনে তারা লক্ষ্য করনে যে পাশের পাহাড়ি ঢাল থেকে বিশাল ভূমিধস হচ্ছে, যেখানে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর কাদা ও গাছ রয়েছে। সেই সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায়, তারা সঙ্গে সঙ্গে বরিষ্ঠ আধিকারিকের কাছে ফোনে পরিস্থিতি বিষয়ে অবগত করেন। যথাসময়ে জরুরী ব্রেক প্রয়োগ করে যাত্রী ভর্তি ট্রেনটিকে ভূমিধসের ধ্বংসাবশেষের প্রায় ১০০ মিটার আগে থামতে সক্ষম হন। একই রকমের আরেকটি ঘটনায় আজ, তেলিয়ামুরা এবং জিরানিয়া স্টেশনের মধ্যে কিমি. ১৪৬/১-২-এ রেলওয়ে ট্র্যাকের ওপর গাছ পড়ে রেলপথ অবরোধের খবর পাওয়ার পর ট্রেন নং. ১৩১৭৪ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে কিমি. ১৪৬/৮-এ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বন্যার জন্য, ত্রিপুরার একাধিক বন্যাক্রান্ত অঞ্চলের জনগণ নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। এই বন্যার সময় বন্যাক্রান্ত মানুষের জন্য উদয়পুর এবং অন্যান্য স্টেশন নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে স্টেশনগুলিতে বন্যাক্রান্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত ওয়েটিং রুম, শৌচালয় এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সহ বন্যাক্রান্ত এই মানুষগুলির জন্য দিন রাত ২৪ ঘণ্টা পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা ঘুরে না আসা পর্যন্ত স্টেশনে আশ্রয় গ্রহণ করা বন্যাক্রান্ত মানুষদের পাশে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে রয়েছে।

ট্র্যাকের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিত ভূমিধসের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি প্রতিহত করতে সীমিত গতির সাথে ট্রেনগুলি পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনা করা হচ্ছে। লোকো পাইলট, গার্ড, ট্র্যাকম্যানদের সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে এবং ট্র্যাকের পাশে যে কোনও ধরনের বাধা-বিপত্তির জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তিতে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ বসুন্ধরা

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের ড্রয়ে গ্রুপ "এ"তে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল।প্রথমবারের মতো ইস্টবেঙ্গল খেলবে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে। এশিয়ার ক্লাব স্তরে কিংস নিয়মিতই খেলেছে ভারতের মোহনবাগানের সঙ্গে। এবারই প্রথম ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলবে তারা। এছাড়াও এই গ্রুপে আছে আছে লেবাননের নেজমেহ এসসি ও ভুটানের পারো এফসি। আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

ফারুক ও ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাহুল এবং খাড়গের, ভোট নিয়ে হল চর্চা

শ্রীনগর, ২২ আগস্ট (হি.স.): শ্রীনগরে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ ও সহ-সভাপতি ওমর আব্দুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। জম্মু ও কাশ্মীরের ভোট নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। খাড়গে ও রাহুলের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমি বলেছি, রাজ্যের মর্যাদা পাওয়া আমাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। রাজ্য খারাপ দিনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করি, রাজ্য নিজস্ব সমস্ত স্বায়ত্তশাসন পাবে এবং আমরা এই বিষয়ে প্রতিটি উপায়ে ইন্ডি জোটের পাশে আছি।'জম্মু ও কাশ্মীর নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিডিপির একত্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, এই বিষয়ে জানতে চাইলে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'কংগ্রেস এবং আমরা (ন্যাশনাল কনফারেন্স) একসঙ্গে আছি। তারিগামি সাহেব (সিপিএমের এম ওয়াই তারগামি)-ও আমাদের পাশে আছেন। আমি আশা করি, জনগণ আমাদের জয়ী হতে সাহায্য করবেন এবং মানুষের জন্য আরও ভালো করতে পারবো।'

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে, খেজুরিতে পথে নামলো ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা

খেজুরি, ২২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নেমে মৌন মিছিল করলো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরির কলাগাছিয়া জগদীশ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক -শিক্ষিকারা। গত ৯ আগস্ট কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অশান্ত বাংলা তথা সমগ্র দেশ। সাধারণ মানুষ থেকে চিকিৎসক সকলেই বিক্ষোভে রাস্তায় নেমেছেন নির্যাতিতার ন্যায়বিচার ও অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে। বৃহস্পতিবার খেজুরির কলাগাছিয়া জগদীশ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে বিচার চেয়ে হাতে ফেস্টুন, প্লাকার্ড নিয়ে কালো ফিতা পরিধান করে বিদ্যালয় থেকে কলাগাছিয়া বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মৌন মিছিল করে পথ পরিক্রমা করে। তাদের একটাই দাবি 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। মৌন মিছিলে যোগ দেন বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি নিয়ে বাংলাদেশের অভিযোগ খারিজ করল ভারত

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): ত্রিপুরায় গোমতি নদীর বাঁধের স্লুইস গেট খোলার ফলে বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা খারিজ করল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এমন একটি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে, যা সঠিক নয়।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে, এই বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, গোমতি নদীর অববাহিকা অঞ্চল ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত। এ বছর গত কয়েকদিন ধরে এই এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের বন্যার প্রকৃত কারণ নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টির দরুণ জলপ্রবাহ। ডুম্বুর বাঁধ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১২০ কিলোমিটারেরও বেশি উপরিভাগে অবস্থিত। এটি উচ্চতায় ছোট আকারের (প্রায় ৩০ মিটার) বাঁধ, যা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে গ্রিডে যায় এবং বাংলাদেশও ত্রিপুরা থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পায়।"

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল সীমান্ত জেলাগুলিতে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির উদ্বেগের কারণ হিসেবে ত্রিপুরার গোমতি নদীর উপরিভাগে ডুম্বুর বাঁধ থেকে জল ছাড়ার বিষয়কে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু, তা ঠিক তথ্য নয়।

১২০ কিলোমিটার নদী পথে অমরপুর, সোনামুড়া এবং সোনামুড়া-২ এই তিনটি জায়গাতে নদীর জলপ্রবাহের উপর নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। গত ২১ অগাস্ট থেকে সমগ্র ত্রিপুরা এবং সন্নিহিত বাংলাদেশের জেলাগুলিতে প্রবল বৃষ্টি হয়ে চলেছে। এর ফলে, বিপুল জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবেই নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ২১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টে থেকে বাংলাদেশের দিকে জল প্রবাহিত হচ্ছে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বন্যায় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের দরুণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সত্ত্বেও আমরা অন্য বিভিন্ন উপায়ে জরুরি পরিস্থিতিতে তথ্য সরবরাহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলিতে বন্যার কারণে উভয় দেশের মানুষই সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্যা নিরসনে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা দরকার।

দুটি দেশের মধ্য দিয়ে ৫৪টি নদী প্রবাহিত। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল নদীর জল ব্যবস্থাপনা। দ্বিপাক্ষিক উদ্বেগের কারণ নিরসনে আমরা দায়বদ্ধ। জলসম্পদ ও নদীর জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও কারিগরি সহযোগিতার বিষয়ের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব।"

বিজেপির স্বাস্থ্য ভবন অভিযানকে ঘিরে ধুন্ধুমার, উত্তেজনা ছড়ালো সল্টলেকে

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): আশঙ্কা ছিলই, আর তাই হল। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো সল্টলেকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য বিজেপি নেতারা মিছিল নিয়ে রওনা দেন স্বাস্থ্য ভবনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু অনেক আগেই রাস্তার উপরে ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল পুলিশ। উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কায় আগে থেকেই বিশাল পুলিশবাহিনীও মোতায়েন ছিল স্বাস্থ্য ভবন যাওয়ার পথে। আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল-সহ সব রাজ্য নেতাই যোগ দিয়েছিলেন। মিছিলে ছিলেন বিজেপির সাংসদ-বিধায়করাও। সেই মিছিল পুলিশ আটকে দেয় করুণাময়ীর আগে ইন্দিরা ভবনের সামনে। এর পরেই পুলিশের ব্যারিকেড টপকে অনেক বিজেপি কর্মী স্বাস্থ্য ভবনের দিকে যেতে শুরু করেন। তবে বেশি দূর এগোতে দেয়নি পুলিশ। রাস্তার উপরে আরও ব্যারিকেড ছিল। আটক করা হয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক বিজেপি নেতা-কর্মীকে।আটক হওয়ার আগে শুভেন্দু এদিন বলেন, 'আমরা বঙ্গীয় বিজেপি নির্যাতিতার বিচার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ করছি। বিজেপি লড়াই করছে, বিচার হওয়া উচিত এবং মুখ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।'

দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এই ঘটনায় বাংলা-সহ সমগ্র দেশ রাস্তায় নেমে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে অভিযুক্তদের রক্ষা করার চেষ্টা করছেন তাতে দেশ লজ্জিত। অভিযুক্তদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে এবং যারা অভিযুক্তদের রক্ষা করছে তাঁদের ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করতে হবে।'

পাথর স্টোন লোড করার সময় বিপত্তি, রূপনারায়ণ নদীতে ট্রলার ডুবি

নন্দকুমার, ২২ আগস্ট (হি.স.): রূপনারায়ণ নদীতে ট্রলার ডুবি। হঠাৎ করে নদীতে বান আসায় এই ট্রলার ডুবি। নন্দকুমারের বেতালবসান গ্রাম এলাকার ঘটনা। জানা যায়, পাথর স্টোন লোড করার সময় ঘটে এই দুর্ঘটনা। ট্রলারটি একেবারেই ঢুবে যায় নদীর জলে। তবে, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। পাথর স্টোনগুলি নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে

আফগানিস্তানের সহকারী কোচ হলেন শ্রীধর

মুম্বই, ২২ আগস্ট (হি.স.): ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর সাপোর্ট স্টাফ শ্রীধরকে সহকারী কোচ হিসাবে নিয়োগ করল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ২০১৪—র আগস্ট থেকে ২০২১ নভেম্বর পর্যন্ত টানা ৭ বছর ভারতের ফিল্ডিং কোচ হিসাবে কাজ করেছেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট ম্যাচ থেকেই দায়িত্ব নেবেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান তাদের একমাত্র ম্যাচটি খেলবে ভারতের মাটিতে গ্রেটার নয়ডা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, শ্রীধরের সঙ্গে ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে চায় তারা।

পশুপ্রেমীদের জন্য সুখবর, মাদারিহাটের বীরপাড়া চা বাগানে সন্তান প্রসব করল হাতি

আলিপুরদুয়ার, ২২ আগস্ট (হি.স.): পশুপ্রেমীদের জন্য সুখবর! বৃহস্পতিবার ভোরে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটের জয় বীরপাড়া চা বাগানে সন্তান প্রসব করল একটি মা হাতি। ওই মা হাতিটি ১০-১২টি একটি হাতির দলের সঙ্গে ছিল। বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মা হাতিটি সন্তান প্রসব করার আগে বাকি হাতিগুলি অন্তত ৫০০ মিটার দূরে সরে যায়।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ভারত ও পোল্যান্ডের মধ্যে গভীর বিশ্বাসের প্রতীক : প্রধানমন্ত্রী মোদী

ওয়ারশ, ২২ আগস্ট (হি.স.): প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ভারত ও পোল্যান্ডের মধ্যে গভীর বিশ্বাসের প্রতীক। জোর নিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উদ্ভাবন এবং মেধা আমাদের উভয় দেশের যুবশক্তির পরিচয়। দক্ষ জনশক্তির কল্যাণে এবং গতিশীলতা বাড়াতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সামাজিক নিরাপত্তা চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। ভারত ও পোল্যান্ডও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে নিবিড় সমন্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমরা উভয়েই একমত যে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সংস্কার সময়ের প্রয়োজন।

সন্ত্রাসবাদ আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেমন ভারত ও পোল্যান্ডের মতো দেশ, যারা মানবতায় বিশ্বাসী। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের জন্য একটি সাধারণ অগ্রাধিকারের বিষয়। আমরা আমাদের সক্ষমতা একত্রিত করে একটি সবুজ ভবিষ্যতের জন্য কাজ করব।'

আর জি কর-মামলায় রাজ্য ও পুলিশকে তুলোধোনা সুপ্রিম কোর্টের

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): "এই মামলায় রাজ্য যা করেছে, তা আমি ৩০ বছরে দেখিনি।" আর জি কর কাণ্ডের শুনানিপর্বে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এই মন্তব্য করেন বিচারপতি বুর্জর পারদিওয়ালা।

এদিন আর জি কর-মামলায় রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশকে তুলোধোনা করল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য সরকারের আইনজীবীর দেওয়া সময়সারণী নিয়ে ছত্রে ছত্রে প্রশ্ন তোলে সর্বোচ্চ আদালত। পড়ুয়া-চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার থেকে শুরু করে, ময়নাতদন্ত এবং এফআইআর দায়ের নিয়ে প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম কোর্ট।

সর্বোচ্চ আদালতের প্রশ্ন, "এফআইআর দায়েরের আগে কী করে ময়নাতদন্ত হল?" এদিন শীর্ষ আদালত প্রশ্ন করে, "সকাল সাড়ে ১০টায় অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়, সন্ধে সাড়ে ৬টা-সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ময়নাতদন্ত। এরপর রাত সাড়ে ১১টায় কেন অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হল? অপরাধের জায়গা সুরক্ষিত করতেই বা এত দেরি হল কেন?" সময়সারণী নিয়ে রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বলের সাফাই গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানান বিচারপতি।

চিকিৎসক খুন-ধর্ষণের ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণে দেরি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। খুনের জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলের উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে, "পরের বার শুনানির সময় যখন আসবেন, তখন একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারকে নিয়ে আসবেন। কেননা আমরা এখনও এই প্রশ্নের উত্তর পাইনি যে, কখন অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। বিচারপতি পারদিওয়ালা বলেন, "এ নিয়ে কপিল সিব্বল যা সাফাই দিচ্ছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।"

শুনানি পর্বে একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য থেকে পুলিশ প্রশাসন। এদিন টালা থানার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

ইউক্রেন সংঘাতের সময় শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে পোল্যান্ডের সাহায্য ভারত ভুলতে পারবে না : প্রধানমন্ত্রী

ওয়ারশ, ২২ আগস্ট (হি.স.): ইউক্রেন সংঘাতের সময় ভারতীয় শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে পোল্যান্ডের সাহায্য ভারত কখনই ভুলতে পারবে না। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের ওয়ারশতে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ওয়ারশ শহরে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী টাস্ককে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনি দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বন্ধু ছিলেন এবং ভারত ও পোল্যান্ডের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে আপনার বিশাল অবদান রয়েছে। এখন ৪৫ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পোল্যান্ড সফরে এসেছেন। আমি আমার তৃতীয় মেয়াদের শুরুতে এই সুযোগ পেয়েছি। এ জন্য আমি পোল্যান্ডের সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ২০২২ সালে ইউক্রেন সংঘাতের সময় ভারতীয় শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে আপনারা যে সাহায্য করেছেন, তা ভারতের মানুষ কখনই ভুলতে পারবে না।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বৃস্পতিবার ওয়ারশের চ্যান্সেলারিতে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। যৌথ বিবৃতিতে পোলান্ডের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সমগ্র বিশ্ব ভারতের প্রশংসা করে, কারণ ভারতের সরকার অত্যন্ত গণতান্ত্রিক। আবারও, আমি আপনার নির্বাচনী বিজয়ের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।

৫ বছরের নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার আনন্দপুর খাল থেকে

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): বুধবার রেহানা বিবির মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকে খোঁজ ছিল না তাঁর ৫ বছরের সন্তানের। অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার পরও তার হদিশ পায়নি পুলিশ। তন্ন তন্ন করে চলে খোঁজ। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সকালে আনন্দপুর খাল থেকে উদ্ধার হয় রেহানার সন্তান মহম্মদ আরিসের দেহ। মায়ের সঙ্গেই গাড়িতে ছিল সে।

বুধবার সকালে উদ্ধার হয় রেহানার গলা কাটা দেহ। দেহ দেখেই পুলিশ বুঝতে পারে, কেউ বা কারা ওই মহিলার গলায় একের পর এক ধারাল অস্ত্রের কোপ দিয়েছে। তদন্তে নেমে ট্যাক্সি চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধেই ওঠে খুনের অভিযোগ। পুলিশ আগেই অনুমান করেছিল যে রেহানাকে খুন করে পরে রেহানা বিবির সন্তানকে খালে ফেলে দেওয়া হয়। সেই মতো তল্লাশি চলছিল।

এই জোড়া খুনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বুধবার নারকেলডাঙা থানার সামনে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ির মধ্যেই খুন করা হয়েছে মহিলা ও তাঁর সন্তানকে। রেহানা বিবির বাড়ি নারকেলডাঙায়। তিলজলায় তাঁর একটি বাড়ি আছে। সেখানে একজন ট্যাক্সি চালককে ভাড়া করেন তিনি। মাঝেমধ্যেই ওই ট্যাক্সিতে চেপে নারকেলডাঙার বাড়ি থেকে তিলতলায় যাতায়াত করতেন তিনি।

মঙ্গলবার রাতে বাড়ি না ফেরায় খোঁজ শুরু করে বাড়ির লোক। এরপরই উদ্ধার হয় মহিলার দেহ। তবে তাঁর ছেলের কোনও খোঁজ ছিল না। বৃহস্পতিবার বাচ্চাটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

আমেরিকায় ফ্ল্যাটে মিলল অলিম্পিয়ান ড্যানিয়েলা চিরিনোসের দেহ

লাস ভেগাস, ২২ আগস্ট (হি.স.): ভেনেজুয়েলার অলিম্পিকের ইতিহাসে অন্যতম তারকা সাইক্লিস্ট ড্যানিয়েলা চিরিনোস। দেশের হয়ে পাঁচবার অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৯২ বার্সেলোনা অলিম্পিক গেমসে অভিষেক হয়েছিল তার। এরপর তিনি ১৯৯৬ আটলান্টা, ২০০০ সিডনি, ২০০৪ এথেন্স এবং ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক গেমসে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁরই মৃতদেহ বুধবার উদ্ধার হল আমেরিকার লাস ভেগাসের তাঁর নিজের ফ্ল্যাট থেকে। তাঁর মৃত্যু কিছুদিন আগেই ঘটেছে বলে অনুমান বিশেষজ্ঞদের।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গলায় খাবার আটকে মৃত্যু হয়েছে এই অলিম্পিয়ানের। কারণ তাঁর খাদ্যনালিতে সলিড খাবারের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। তবে এ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫০ বছরের এই অলিম্পিয়ান সাইক্লিংয়ের জগত থেকে অবসর নিয়ে লাস ভেগাসের একটি হোটেলে কাজ করতেন।

বন্যা প্লাবিত আগরতলায় দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত। বৃহস্পতিবারের তোলা নিজস্ব ছবি।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কষ্ট করে ঘাম ঝরিয়ে জিম আর নয়

হৃদ্‌যন্ত্র ভাল রাখতে কার্ডিয়োভাস্কুলার ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন প্রশিক্ষকেরা। নিয়মিত দৌড়নো, ব্রিস্ক ওয়াক বা জগিংয়ের মতো ব্যায়াম হার্ট এবং ধমনীর বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে শরীরচর্চার তো বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে।

কোনটি কার জন্য কার্যকরী, সে বিষয়ে সাধারণত চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষকেরাই আলোকপাত করে থাকেন। কিন্তু এখন সমাজমাধ্যমের যুগ। প্রতি দিন নতুন নতুন যা কিছু ঘটছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য দশ পা এগিয়ে রয়েছে সমাজমাধ্যম। সম্প্রতি সেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে শরীরচর্চার বিশেষ একটি মাধ্যম "কোজি কার্ডিয়ো"। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনেকেই জিমে গিয়ে গা ঘামাতে পছন্দ করেন। কিন্তু প্রতি দিন জিমে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে পারেন না এমন মানুষও আছেন। তাই হোপ জাকারব্রো নামে এক সমাজমাধ্যম প্রভাবী বাড়ির পরিবেশেই কম খেটে ঘাম ঝরানোর ফন্দি এঁটেছেন তিনি। নাম দিয়েছেন "কোজি কার্ডিয়ো"। অভিনব শরীরচর্চার এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তাঁর ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ মানুষের নজরে এসেছে।

কোজি কার্ডিয়োর ধারণাটি আসলে শরীরচর্চার জন্য একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। হোপের করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মনোরম কিছু সুগন্ধি মোমবাতি এবং একেবারে হালকা, টিমে আলোর মালায় দিয়ে ওই তরুণী তাঁর বাড়ির বসার ঘরটি সাজিয়ে নিয়েছেন। ঘরের এক কোণে চলছে টেলিভিশন। তাঁর প্রিয় পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বেশ কিছু ভঙ্গি অভ্যাস করছেন। আধঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা এই ভাবে শরীরকে বিশেষ কষ্ট না দিয়ে ব্যায়াম করার ফলও পেয়েছেন তিনি।

নীল রঙের কলার স্বাদ ঠিক যেন ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো

নীল রঙের কলা হয়, এ কথা শুনেছেন কখনও? তবে নামের জন্য নয়, এই কলা কিন্তু স্বাদের জন্য বেশি জনপ্রিয়। ব্লু জাভা কলার স্বাদ নাকি একেবারে ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ফিলিপিনস আর ফিজিতে এই রকম নীল কলার খোঁজ পাওয়া যায়। সমাজমাধ্যমে এই রঙের কলা ঘিরে বেশ হইচই শুরু হয়েছে।

১৯২০ সালে হাওয়াইয়ে প্রথম এই কলার খোঁজ মেলে। নীলচে সবুজ রঙের এই কলা মুখে দিলেই যেন মাখনের মতো গলে যায়। কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করে এই রং করা হয় না। প্রকৃতিক উপায়েই এই ফল হয়। ব্লু জাভা কলা কিন্তু ঠান্ডা প্রতিরোধ করতেও সক্ষম। মাইনাস ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও এই প্রকার কলা জন্মায়। যেখানে হলুদ কলা শুধুমাত্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় পরিবেশে জন্মাতে পারে, নীল জাভা কলার লন কিন্তু ১, ৮০০ মিটার উচ্চতাতেও ভাল হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে ভাবে চোখে পড়ছে, তাতে এই ধরনের কলার ফলন বাড়বে বলেই আশা হরা যায়। এই নীল জাভা কলা ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে আগ্রহের বিষয়। দিন দিন এর জনপ্রিয়তা এত বাড়ছে যে, এর বীজ আমাজন বা অনলাইনে অন্যান্য ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। আইসক্রিমের মতো স্বাদের জন্য এই কলা আইসক্রিম কলা নামেও পরিচিত। এই কলা কিন্তু সাধারণ কলার তুলনায় বেশি স্বাস্থ্যকর। এই কলা প্রোটিনে ভরপুর। খেলে মন চাঙ্গা হয়। এতে থাকা ভিটামিন ডি ৬ রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকেও রেহাই পেতে এই কলা খান অনেকেই। অ্যানিমিয়ার রোগীদের জন্যও এই কলা বেশ কার্যকর।

বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখবেন কোন কৌশলে

পুজো আসতে হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি থাকলেও উৎসব মোটামুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন উতবমুখর সময়ে তাই ফাঁক পেলেই আড্ডাও জমে উঠেছে জোরকদমে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়লেও বাইরে যা গরম পড়েছে, তাতে বন্ধুদের আড্ডায় চায়ের তুফান তোলাটা বেশ মুশকিলের। তার চেয়ে ঠান্ডা শরবত কিংবা অন্য পানীয়ে বেশি তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে।

সে কথা ভাবলে, আড্ডা জমাতে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলে মন্দ হয় না। আগে থেকে গিয়ে কয়েকটি বিয়ারের বোতল ফ্রিজবন্দি করে রাখলেই হয়। আড্ডা জমে যাবে। হয়তো পরিকল্পনা তেমনই ছিল, কিন্তু গোলমাল বাধল ফ্রিজটা বিগড়ে গিয়ে। ফ্রিজ ছাড়া বিয়ার ঠান্ডা রাখা সহজ নয়। তবে একেবারে কঠিনও নয়। কয়েকটি উপায় জেনে নিলে ফ্রিজ ছাড়া বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখা নিয়ে ভাবতে হবে না। ১) বাড়িতে পুরনো খবরের কাগজ আছে? তা হলে সেগুলি বড় বড় করে ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে নিন। এ বার ওই ভেজা কাগজের টুকরোগুলি বোতলের গায়ে ভাল করে সেঁটে দিন। তার পর বোতলগুলি কিছু ক্ষণ অন্ধকার কোনও জায়গায় রেখে দিন। ৫-৬ ঘণ্টা পরে দেখবেন, বোতলগুলি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। ২) বাজার থেকে কিছু বরফের চাঁই কিনে আনলেই এ সমস্যার সমাধান হয়। একটি বালতিতে বরফের চাঁই, জল আর সামান্য নুন দিন। তার পর বালতির মধ্যে বিয়ারের বোতলগুলি রেখে দিন। ঠান্ডা থাকবে দীর্ঘ ক্ষণ।

৩) ওয়েট টিস্যুও কিন্তু বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখতে পারে। বিয়ারের বোতলের গায়ে ওয়েট টিস্যু জড়িয়ে দিন পুরু করে। তার পর সেটি ফাঁকা এবং অন্ধকার একটি জায়গায় রেখে দিন। বোতল ঠান্ডা থাকবে অনেক ক্ষণ।

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ

হাতে সময় কম। ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকেই। বিশেষ করে সকালে কাজে বেরোনোর আগে গোটা দেশ-দুনিয়ার হাল জেনে নেওয়া, সমাজমাধ্যমে নতুন কী এল তাতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া ইত্যাদির জন্য সব সময়ের সঙ্গী হচ্ছে মোবাইল। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত হাতে বন্দি মুঠোফোন।

হাতে ফোন নিয়েই শৌচালয়ে প্রবেশ করেন অনেকে। জরুরি কথা থেকে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা সবই চলে কমোডে বসে। স্নানঘরে বসে এই কাজগুলি সেরে ফেলতে পারলে সময় হয়তো খানিকটা বাঁচিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু এই অভ্যাস শরীরের জন্য মোটেই ভাল নয়। এখান থেকেই প্যাথোজেন সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়াও শৌচাগারে ফোন নিয়ে গেলে "ক্রস কন্টামিনেশন"- এর আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ক্রস কন্টামিনেশন কী? মোবাইলের টাচস্ক্রিনে হাত দিয়ে কমোডের ফ্লাশে হাত দেওয়া কিংবা ফ্লাশ করার পর হাত না ধুয়ে মোবাইল, শৌচাগারের অন্যত্র স্পর্শ করার ফলে ওই জায়গাগুলিতে ব্যাক্টেরিয়া থেকে যায়। ফলে পরে আবার যিনি শৌচাগারের দরজায় বা ফ্ল্যাশ স্পর্শ করেন, তাঁর হাতে জীবাণু লেগে যায়। এই ভাবে ক্রমে সংক্রমণ ঘটতে থাকে।

নিয়মিত ফোন স্যানিটাইজ করলেও কি সমস্যার সমাধান হতে পারে?

অনেকে মনে করেন, প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস যেমন জীবাণুমুক্ত করতে হয়, তেমন ভাবেই নিয়মিত ফোন জীবাণুমুক্ত বা স্যানিটাইজ করে নিতে পারলে বোধ হয় সংক্রমণ কিছুটা হলেও এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবের মতো বৈদ্যুতিন যন্ত্রগুলি পরিষ্কার করা যথেষ্ট ঝক্কির। স্যানিটাইজারের সংস্পর্শে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া, ফোন হাতে স্নানঘরে ঢুকলে নিজেদের অজান্তেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কমোডের উপর বেশি ক্ষণ বসে থাকলেও কিন্তু শারীরিক সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন, শৌচাগারে কাটানো সময়টুকু তাঁদের ব্যক্তিগত সময়। কিন্তু ফোন হাতে শৌচালয়ে গেলে মস্তিষ্ক বিরতি পায় না। উল্টে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধ করার কি সত্যিই কোনও উপায় আছে?

বয়স বাড়লে স্মৃতি মাঝেমাঝেই বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রয়োজনীয় জিনিস সকালে হয়তো কোথাও রেখেছেন, দুপুর গড়াতেই তা মনে করতে না পারা। দীর্ঘ দিনের প্রতিবেশীকে সামনে দেখেও চিনতে না পারা। বয়স বাড়লে স্মৃতি মাঝেমাঝে লুকোচুরি করে। বয়সজনিত কারণেই যে সব সময়ে ভুলে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়, তা নয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় চেনা মুখ, নিজের জিনিস, সহজ কথা মনে রাখতে না পারার নেপথ্যে রয়েছে অ্যালঝাইমার্স। ভুলে যাওয়ার সমস্যা অনেকেরই হয়। কিন্তু কেউ অ্যালঝাইমার্সের শিকার কি না, তা বোঝা সহজ নয়। রোগের লক্ষণগুলি নিয়েই আনন্দবাজার অনলাইনের ফেসবুক এবং ইউটিউব গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলেন অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ পর্বে অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধ সম্ভব কি না, সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসলেন মনোবিদ। গত পর্বের মতো এ সপ্তাহেও মনোবিদের সঙ্গে ছিলেন চিকিতক আবির মুখোপাধ্যায়। প্রতি পর্বের আগেই অনুত্তমার কাছে পাঠানো যায় প্রশ্ন। আলোচনার বিষয় ভুলে যাওয়া হলেও প্রতি সপ্তাহের এ পর্বে ই-মেলে তেমন মনোবিদকে প্রশ্ন পাঠাতে ভোলেননি অনেকেই। সুব্রত নামে এক ব্যক্তি জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন, অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধ করতে কি দৈনিক জীবনযাপনের কোনও ভূমিকা আছে? ইদানীং দেখছি এই সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। আমাদের কি কিছু করণীয় আছে?"

চিকিতকের উত্তর, ""'অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণেও কগনিটিভ ডিসফাংশন হতে পারে। মানসিক উদ্বেগের সঙ্গে ভুলে যাওয়া ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তবে এই অসুখ ঠেকাতে আমাদের জীবনযাপনের দিকে নজর দিতে হবে। যে ধরনের জীবনযাপন আমাদের হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমাবে, সেই একই ধরনের জীবনযাপন ডিমেনশিয়াও কমাবে। কেউ যদি ধূমপান করেন, তা হলে সেই অভ্যাস বন্ধ করতে হবে। মদ্যপানের ক্ষেত্রেও পরিমিত মদ্যপান করা জরুরি। একসঙ্গে ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে অ্যালঝাইমার্সের ঝুঁকি কমাতে হলে। ওজন বশে রাখলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। ডিমেনশিয়া তো আসলে বার্ধক্যের অসুখ। তাই ডিমেনশিয়া যদি আটকে অন্তত ৮০ বছর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলেও তো সুস্থ থাকা যায়। এ ছাড়াও "কগনিটিভ ফাংশন" আরও সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে নজর দেওয়া জরুরি। মানসিক ভাবে ভাল থাকতে হবে। মনের যত্ন নিতে হবে। পছন্দের কাজ করতে হবে। মস্তিষ্ককে নিস্তরঙ্গ ভাবে বয়ে যেতে দিলে চলবে না। মাথা খাটাতে হবে।

ডায়াবিটিস কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে থাকছে না?

ঘরে ঘরে এখন ডায়াবিটিসের রোগী। এক বার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই খাওয়াদাওয়ায় চলে আসে একাধিক বিধিনিষেধ। খাওয়াদাওয়ায় রাশ না টানলে ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। কেবল চিনি খাওয়া বন্ধ করলেই হবে না, বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, তেলমশলা যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। ডায়াবেটিকদের সব সময় বাড়ির খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। খাবার বাড়ির হলেও কোন তেলে রাঁধছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। জেনে নিন, কোন তেল দিয়ে রাঁধলে রক্তে শর্করার মাত্রা বশে থাকবে। অলিভ অয়েল: অলিভ অয়েলে রয়েছে সব রকমের উপকারী উপাদান। এতে রয়েছে কিছু উপকারী ফ্যাটও, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। শুধু ডায়াবিটিস নয়, যাঁরা হৃদ্‌রোগের সমস্যায় ভুগছেন, অলিভ অয়েল তাঁদের জন্যেও কম উপকারী নয়। অ্যাভোকাডো অয়েল: ডায়াবেটিকদের হেঁশেলে এই তেল থাকা জরুরি। অ্যাভোকাডো অয়েলে রয়েছে উপকারী মোনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল রোগীদের জন্যেও অ্যাভোকাডো অয়েল স্বাস্থ্যকর। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়া যেতে পারে। উপকার পাবেন। বাদাম তেল: শরীরের যত্ন নিতে পিনাট বাটার অনেকেই খান। বাদাম তেলও কিন্তু কম স্বাস্থ্যকর নয়। ডায়াবিটিস থাকলে বাদাম তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়া অভ্যাস করতে পারেন। এই তেলেও রয়েছে উপকারী মোনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাট হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি

শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি শরীরের ভিতরেই তৈরি হয়। এই ভিটামিন শরীরে ক্যালশিয়াম এবং ফসফরাস শোষণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তা ছাড়াও এটি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সংক্রমণ এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। হাড় ও দাঁতের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশকেও সহজ করে তোলে ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি হাড় মজবুত করতে, ত্বকের ব্যাধিতে, এমনকি ক্যানসারের মতো রোগ প্রতিরোধে উপকারী। এটি শরীরের পেশিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। সূর্যের আলো থেকেও শরীর ভিটামিন ডি পায়। বর্ষাকালে মেঘলা দিনে শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি হতে পারে। কেবল সূর্যরশ্মি থেকেই নয়, রোজের খাদ্যাভাসে সামান্য কিছু বদল আনলেও শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। জেনে নিন রোজ কী কী খাবেন। দুধ-দই-ছানা: দুগ্ধজাত খাবারে ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। তাই হাড় মজবুত করতে ও শরীরকে চাঙ্গা করতে রোজের ডায়েটে দুধ, দই, ছানা, ছাঁচ, চিজ এগুলি রাখা যেতেই পারে। ওট: যে কোনও দানাশস্যে ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। রোজের ডায়েটে ওট রাখতে পারেন। প্রাতরাশে দুধ-ওট খেতে পারেন। এতে কাঠবাদাম, খেজুর, আখরোট দিতে পারলে আরও ভাল। শুকনো ফলও ভিটামিন ডি-র উত। তা ছাড়া, ওটের খিচুড়ি, পুডিং, কুকিজও খেতে পারেন। মাছ: তেলাপিয়ার মতো তেলযুক্ত মাছ ভিটামিন ডি-র ভাল উত। এই মাছ রোজের ডায়েটে রাখলে ক্যালশিয়াম ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডেরও ঘাটতি মেটে। হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে এই মাছ খাদ্যতালিকায় রাখতেই হবে।

মাশরুম: এই খাবারে ফ্যাটের পরিমাণ খুব কম থাকে। তার পাশাপাশি, উচ্চ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। মাশরুমেও ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। পালং শাক: এই শাকে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়াম থাকে। তাই রোজের ডায়েটে বিভিন্ন ভাবে পালং শাক খেতে পারেন।

বাবা-মায়ের ডায়াবিটিস আছে কি

ডায়াবিটিস ধরা পড়লেই জীবনে চলে আসে বেশ কিছু বিধিনিষেধ। খাওয়াদাওয়া থেকে দৈনন্দিন যাপন, সব ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলতে হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না রাখলে এর হাত ধরেই আরও অনেক সমস্যা শুরু হয়। তাই সাবধান থাকা জরুরি। শর্করার মাত্রা যদি এক বার বিপদসীমা পেরিয়ে যায়, তা হলে কিডনিতেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

যাঁদের পরিবারে কোনও সদস্যের ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের কিন্তু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। রোজকার কিছু অভ্যাস অজান্তেই আপনার ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। জেনে নিন, কোন কোন অভ্যাসে লাগাম না টানলেই ডায়াবিটিসের আশঙ্কা বাড়ে। ১) অনেকেই অফিস যাওয়ার তাড়ায় প্রাতরাশ না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। দীর্ঘ ক্ষণ খালি পেটে থাকলে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই প্রাতরাশ করতে হবে পেট ভরে। ২) অনেকেই ঘুমের সঙ্গে আপস করেন। রাত জেগে পার্টি, ওয়েব সিরিজ দেখা, হইহুল্লোড়ের ফলে অপর্যাপ্ত ঘুম নানা রোগবালাই ডেকে আনে। দিনে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার কম ঘুম হলে ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ঘুম যাতে পর্যাপ্ত হয়, সে দিকে অতি অবশ্যই খেয়াল রাখুন। ৩) দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করলেও ঝুঁকি বাড়ে ডায়াবিটিসের। শরীর যত সচল রাখবেন, ততই ডায়াবিটিস দূরে থাকবে। এক জায়গায় বসে বসে কাজ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যত পারবেন, শরীর সচল রাখার চেষ্টা করুন। শরীরচর্চা শুরু করুন।

৪) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ধূমপানের সঙ্গেও ডায়াবিটিসের যোগ রয়েছে। তাই ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমাতে ধূমপানে রাশ টানুন। নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাসও ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। ৫) মানসিক চাপের কারণেও ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হন কেউ কেউ। কর্মক্ষেত্রে চাপ, বাড়িতে সমস্যা চিন্তার জেরে বেড়ে যায় রক্তের শর্করার মাত্রা। মানসিক চাপ কমাতে নিয়মিত যোগাসন করুন। মাঝেমধ্যে সময় বার করে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিন, বেড়াতে যান। মন ভাল রাখার চেষ্টা করুন।

ভিটামিন ডি-র অভাবে কি মারণরোগের ঝুঁকি বাড়ে?

শরীরের জন্য ভিটামিন ডি কতটা জরুরি তা বলা বাহুল্য। হাড়ের যত্ন নেওয়া থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ভিটামিন ডি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন ডি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায়। তেমনই ভিটামিন ডি-এর অভাবে বাড়ে ক্যানসারের ঝুঁকিও। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এমন একটি তথ্য।

তবে গবেষকেরা জানাচ্ছেন, ভিটামিন ডি-র অভাবের সঙ্গে ক্যানসারের সরাসরি কোনও যোগ নেই। শরীরে যদি এই ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়, তাহলে অনেক সময় ক্যানসার হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। পাশাপাশি, ভিটামিন ডি-এর যদি কোনও অভাব না ঘটে, তাহলে ক্যানসার ছাড়াও আরও অনেক রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। তাই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রতি বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেন চিকিতকেরা।

ভিটামিন ডি-র অভাবে যে ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল স্তন ক্যানসার। এ ছাড়াও অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকিও থাকে ভিটামিন ডি-র অভাবে। এই ভিটামিন ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। মারণরোগ থেকে দূরে থাকতে ভিটামিন ডি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জরুরি। ভিটামিন ডি-র গুণে আর কোন কোন রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে?

১) স্নায়ুর কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এই ভিটামিন। বার্ধক্যে স্নায়ুর রোগের উপসর্গ কমাতে এটি বেশ কার্যকর। মস্তিষ্কে কর্মক্ষমতা সচল রাখতেও এই ভিটামিনের জুড়ি মেলা ভার।

২) বৃদ্ধাবস্থায় হাড়ের ক্ষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। হাড়ে উপস্থিত অন্যতম প্রধান খনিজ পদার্থ হল ক্যালসিয়াম। সুতরাং হাড় মজবুত রাখতে এবং ক্ষয় রোধ করতে ভিটামিন ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩) দেহের প্রোটিনকে রক্ষা করতে ভিটামিন ডি দারুন উপযোগী, তাই এটি দেহের পেশির কোষগুলিকে সুস্থ রাখে। এর ফলে বয়সকালে ওজন কমে যাওয়ার আশঙ্কা কমে এবং শরীর ভাল থাকে।

৪) ভিটামিন ডি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের খুব ভাল একটি উত। এই অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট জাতীয় পদার্থ শরীরকে নানা ধরনের ক্ষতিকর বিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে প্রোটিন, হরমোন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ডিএনএ-র মতো উপাদানগুলি রক্ষা পায়।

৫ খাবার: সন্তানকে খাওয়ালে উচ্চতা, ওজন নিয়ে ভাবতে হবে না

কৈশোর আর তারুণ্যের মাঝের সময়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শরীরের যত্ন কেমন হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে বয়স বাড়লে স্বাস্থ্য কেমন থাকবে। তাই এই বয়সে খাওয়াদাওয়ায় বাড়তি নজর দেওয়া জরুরি। সন্তানের যত্নে যাতে কোনও ত্রুটি না থেকে, সে দিকে কড়া নজর থাকে বাবা-মায়ের। কারণ, বেড়ে ওঠার সময়ে সঠিক পুষ্টি পাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

স্বাস্থ্যকর খাবার না খেলে ওজনও অনেক সময়ে বয়সের তুলনায় কম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তবে কোন বয়সে কোন খাবার খেলে সঠিক পুষ্টি পাবে শরীর, তা বোঝা সম্ভব হয় না। পুষ্টিবিদরা কয়েকটি খাবারের কথা জানিয়েছেন। যেগুলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়ালে সুস্থ থাকবে শরীর।

দুগ্ধজাত খাবার

দুগ্ধজাত খাবারে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। হাড়ের খেয়াল রাখতে তাই দুগ্ধজাত খাবার বেশি করে খেতে হবে। দুধ, ছানা, পনির, দই যত ঘন ঘন খাওয়া যাবে, হাড় তত মজবুত এবং শক্তিশালী হবে। সন্তান দুধ খেতে পছন্দ না করলে অন্য কোনও খাবার খাওয়াতে হবে, যাতে ক্যালশিয়াম আছে।

বাদাম

কাঠবাদাম, চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, আখরোট সব ধরনের বাদামে স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। শরীরে প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ থেকে শুরু করে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের ঘাটতি মেটাতে বাদামের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখা যায়। বাড়ন্ত বয়সে বাদাম যত বেশি খাওয়া যাবে, প্রতিরোধ ক্ষমতা তত শক্তিশালী হবে।

মিলেটস

মিলেট হল ভিটামিন বি, ই, মিনারেলস, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রনের মতো উপাদানের সমৃদ্ধ উত। মিলেট হজম করাও খুব সহজ। বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সে শিশুর শারীরিক গঠন মজবুত করতে মিলেট উপকারী। এ ছাড়া, হাড় ও পেশি দৃঢ় করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এর জুড়ি মেলা ভার।

কিনোয়া

মিলেটের মতো কিনোয়াতেও গ্লুটেন নেই। উপরন্তু কিনোয়াতে রয়েছে ভিটামিন বি, ই-এর মতো উপাদান। শিশু বেড়ে ওঠার পথে কিনোয়ার মতো খাবার কার্যকরী। ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিঙ্কে সমৃদ্ধ কিনোয়া পেশি থেকে হাড়, কোনও কিছুর খেয়াল রাখতে ভোলে না।

ওট

ছোট থেকেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। সে ক্ষেত্রে ওট উপকারী হতে পারে। ওটসে রয়েছে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন ই, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। সুস্থ ভাবে বেড়ে ওঠায় যে উপাদানগুলি অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা পালন করে। ওট ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্থূলতার ঝুঁকিও কমায়।

বন্যা পরিস্থিতিতে শরনার্থী ক্যাম্পে কংগ্রেসের সভাপতি আশিষ সাহা। নিজস্ব ছবি।

আর জি কর কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে ফের শুনানি ৫ সেপ্টেম্বর, জোড়া নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের মামলার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ফের শুনানি হবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর। বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিবকে রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং পুলিশের মহাপরিচালকের সঙ্গে কাজে ফিরতে ইচ্ছুক ডাক্তারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এও নির্দেশ দিয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে বৈঠক করতে হবে এবং রাজ্যগুলি দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেবে।

এদিকে, আর জি কর মামলায় জোড়া নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সিবিআইকে ফের মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে তাদের।আর জি কর মামলার শুনানিতে চিকিৎসকদের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে বলেন, “অনেক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে।” প্রধান বিচারপতি বলেন, “চিকিৎসকরা কাজে যোগ দিন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।” চিকিৎসকদের কাছে কাজে ফেরার আবেদন জানান প্রধান বিচারপতি। রাজ্যকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন তিনি।

গর্ভবতী হাতিকে হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার পশুপ্রেমী সংগঠনের সমাবেশ

দুর্গাপুর, ২২ আগস্ট (হি.স.): সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে একটি মা হাতির পিঠে জ্বলন্ত শলাকা বিঁধিয়ে খুন করা হয়েছে। গর্ভবতী ওই হাতিকে হত্যার প্রতিবাদে ও বিচার চেয়ে শুক্রবার বিকেলে পথে নামছে দুর্গাপুরের একাধিক পশুপ্রেমী সংগঠন।

প্রান্তিকা মোড় থেকে ভিড়িঙ্গি পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য স্থানীয় সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। ওই মিছিলে আর জি করে চিকিৎসক খুনের বিচারের দাবিও তোলা হবে। প্রতিবাদ মিছিলের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বুধবার থেকেই। চলছে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড তৈরির কাজ। মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য প্রচার করা হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। মিছিল নিয়ে কথা হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গেও। মিছিল থেকে স্লোগান উঠবে, হাতি হত্যা বন্ধ করো, মা ও গর্ভবতী হাতিকে রক্ষা করো। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে এক মা হাতিকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত শলাকা ছোঁড়া হয়। জ্বলন্ত শলাকাটি ওই হাতিটির পিঠে গেঁথে যায়। যন্ত্রণায় দীর্ঘক্ষণ ছটফট করে হাতিটি। বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন বন দফতরের কর্মীরা। হাতিটির মৃত্যুর পর শুরু হয় তদন্ত। এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর পরই প্রতিবাদে সরব হন পশুপ্রেমীরা। প্রতিবাদে যোগ দেন বহু মানুষ।

আইনজীবীদের ফি বাবদ রাজ্যের খরচ নিয়ে শ্বেতপত্র চাওয়ার প্রস্তাব তথাগতের

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): “পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে উকিলের ফি বাবদ কত টাকা খরচ করেছে সে বিষয়ে শ্বেতপত্র চাওয়া হোক।” এক্স-বার্তায় এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, “পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির বিধানসভা সংসদীয় দলের, বিশেষত নেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি আবেদন: আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে অনুসন্ধানের দায়িত্ব তুলে দেওয়া, কর্মচারীদের ও শিক্ষকদের ভাতা, নিয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে উকিলের ফি বাবদ কত টাকা খরচ করেছে সে বিষয়ে শ্বেতপত্র চাওয়া হোক।”

বস্তুত, তৃণমূল সরকারের প্রথম থেকে এত মামলায় জড়িয়ে পড়েছে সরকার, যা নিয়ে নানা সময়ে চর্চা হয়েছে। অধিকাংশ মামলাতেই সরকার হেরে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে এই ক্ষেত্রে সরকারি অর্থের অপব্যবহার নিয়ে। কিছুকাল আগে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আচার্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করে রাজ্য। এই খাতে টাকা বরাদ্দ নিয়েও বিতর্ক হয়।

প্রসঙ্গত, বিজেপির আইনজীবী-নেত্রী সুস্মিতা সাহা দত্তের মতে, “সরকার টাকা দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, সে ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে।” তাঁর ব্যাখ্যা, রাজ্য সরকারি প্যানেলের আইনজীবীরা রাজ্যের হয়ে কথা বলবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় যে সব সময় সরকারের তালে তাল মিলিয়ে চলবে, তা নয়। তাই সরকারি আইনজীবীদের পরামর্শ নিলে বা নিয়োগ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি পদক্ষেপের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে থাকবে।

আর জি কর-কান্ডে সমাবেশের ডাক এপারে আসা ওপারের বঙ্গসন্তানদের

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কান্ডের প্রতিবাদে এবার সমাবেশের ডাক দিয়েছে ওপার বাংলা থেকে আসা বঙ্গসন্তানদের একাধিক সংগঠন। শুক্রবার বিকেলে শহীদ সূর্য্য সেন ভবনে ডাকা হয়েছে এই সমাবেশ। বৃহস্পতিবার ‘ময়মনসিংহ প্রাক্তনী’-র সহ সভাপতি দেবব্রত গোস্বামী এই প্রতিবেদককে জানান, “যোধপুর পার্ক সূর্য্য সেন ভবনেপ্রতিবাদ সভা ও পথ পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছে বিকাল ৫টায়। সংগঠনের সদস্য/সদস্যাদের এই প্রতিবাদে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। আমাদের মতো একাধিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দর এতে অংশ নেওয়ার কথা।”

ময়মনসিংহের প্রাক্তনীরা প্রায় ২৭ বছর আগে এই সংগঠন তৈরি করেন। প্রথম দিকে সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০। ধীরে ধীরে এখন হয়েছে প্রায় ৮০০। জন্মসূত্রে তাঁদের আনুমানিক ৬০ু ময়মনসিংহের। এই প্রথম তাঁরা এরকম প্রতিবাদ সভা ও পথ পরিক্রমার ডাক দিয়েছেন।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে কি এরকম সমাবেশ ডেকেছেন? প্রশ্নের জবাবে দেবব্রতবাবু বলেন, “সংগঠনে পরিচালনমণ্ডলীর যে বৈঠকে আরজিকর নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি উঠেছিলো। বিষয়টি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক। বিভিন্ন স্তরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা নিয়ে কথা চলছে। আমাদের সংগঠন অরাজনৈতিক। তাই এখনই তা নিয়ে প্রতিবাদ সভা ও পথ পরিক্রমার কিছু অসুবিধা আছে। তবে, আমাদের অনেকের জন্ম ওপারে। একটা আবেগ তো আছেই! সংগঠনের অনেকের প্রিয়জনেরা এখনও ওপার বাংলায় থাকেন। নিয়মিত খবর পাই। কলকাতায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার হিসাবে কেউ নেই। যিনি দায়িত্বে আসবেন, তাঁর কাছে আমরা বিষয়টি লিখিতভাবে জানাবো।”

রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি, চার বিজ্ঞানী পেলেন সম্মান

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার - ২০২৪ প্রদান করেছেন। অধ্যাপক গোবিন্দরাজন পদ্মনাভনকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিজ্ঞান রত্ন ২০২৪ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ডঃ আনন্দরামকৃষ্ণণ কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শ্রী পুরস্কার পেয়েছেন।ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার, মুম্বই থেকে ডঃ আভেশ কুমার ত্যাগী পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

বিহারের ভোজপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, একই পরিবারের ৫ সদস্যের মৃত্যু

ভোজপুর, ২২ আগস্ট (হি.স.): বিহারের ভোজপুর জেলায় ভয়াবহ এক গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫ জন। মৃতদের মধ্যে ৩ জন পুরুষ ও দু''জন মহিলা। এই দুর্ঘটনায় দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভোজপুরের গজরাজগঞ্জ থানার অধীনে বিবিগঞ্জ ব্রিজের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন মারা গিয়েছেন। ওই গাড়িতে ৭ জন ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ৩ জন পুরুষ ও দু''জন মহিলা মারা গিয়েছে। সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।গাড়ির আরোহীরা বিন্ধ্যাচল থেকে আসছিলেন। নিহতরা সবাই দানাপুরের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার শিকার সকলেই মা ভবানীর দর্শন করে বিন্ধ্যাচল থেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন। ফেরার সময় তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় লোকজনের মতে, গাড়িতে ৭ জন ছিলেন, যার মধ্যে ৫ জন মারা গিয়েছেন। বাকি দু''জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

লোকসভা নির্বাচনের সময় ইন্ডি জোট নরেন্দ্র মোদীর আস্থা নষ্ট করেছে : রাহুল গান্ধী

শ্রীনগর, ২২ আগস্ট (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের সময় ইন্ডি জোট নরেন্দ্র মোদীর আস্থা নষ্ট করেছে। দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদী রাহুল গান্ধীর কাছে পরাজিত হননি বরং কংগ্রেস, ইন্ডি জোট, ভালবাসা, ঐক্য, শ্রদ্ধার আদর্শের কাছে পরাজিত হয়েছেন। আমি জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে, যুব সমাজকে বলতে চাই, ঘৃণার বাজারে আমাদের ভালোবাসার দোকান খুলতে হবে। ভালোবাসা দিয়ে ঘৃণাকে পরাজিত করা যায় এবং একসঙ্গে আমরা ভালবাসা দিয়ে ঘৃণাকে পরাজিত করব।'রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আমি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে শুধু পছন্দ করি না, আমি তাঁদের ভালোবাসি। এটা অনেক পুরনো সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক। জম্মু ও কাশ্মীরে যদি কেউ আত্মবিশ্বাস ও নির্ভয়ে কাজ করে থাকে, তবে সে কংগ্রেসের কর্মী। একটি জোট হবে (বিধানসভা নির্বাচনের জন্য) তবে তা হবে কংগ্রেস দলের কর্মীদের সম্মান বজায় রেখে।'

বিজেপির সমস্ত ক্ষোভ ও হতাশা কংগ্রেসকে ঘিরে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

শ্রীনগর, ২২ আগস্ট (হি.স.): বিজেপির সমস্ত ক্ষোভ ও হতাশা কংগ্রেসকে ঘিরেই। কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে কংগ্রেস কর্মীদের এক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'আমরা জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনে জিতলে সমগ্র ভারত আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। রাহুল গান্ধী যেমন বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধুমাত্র পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে জড়িত।'কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, 'আমরা আশা করি, আগামী নির্বাচনে জম্মু ও কাশ্মীর আমাদের পাশে দাঁড়াবে। কোথায় এবং কখন নির্বাচন শুরু করতে হবে তা নির্ধারণ করে বিজেপি। তাঁদের সমস্ত ক্ষোভ এবং হতাশা শুধুমাত্র কংগ্রেসকে ঘিরে, কারণ অন্য কোনও দল কঠিন লড়াই করে না। একমাত্র ব্যক্তি যিনি লড়াই করার সাহস করেন তিনি হলেন রাহুল গান্ধী। দেশকে বাঁচাতে, আপনাদের সংস্কৃতি এবং অধিকার বাঁচাতে আপনাদের ভোট দরকার আমাদের।'

বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের পর চায়ের দোকানে ঢুকে গেল ট্যাঙ্কার, ওডিশায় মৃত্যু ৪ জনের

গঞ্জাম, ২২ আগস্ট (হি.স.): ওডিশার গঞ্জাম জেলার বেরহামপুরে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বেরহামপুরের সমরঝোলা চকের কাছে, একটি গ্যাস ট্যাঙ্কার ও বাসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর গ্যাসের ট্যাঙ্কার রাস্তার ধারে একটি চায়ের দোকানে ঢুকে যায়। পুলিশ সূত্রের খবর, ভবানীপাটনা থেকে বেসরকারি বাসটি বেরহামপুর যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয় ও কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ও মৃতদের পরিবার পিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন।

মালগাড়ির ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

আভাগড়, ২২ আগস্ট (হি.স.): গ্রামে ফেরার পথে মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের আভাগড় থানা এলাকায়।

জানা গেছে, আভাগড়ের নানউড়া গ্রামের বাসিন্দা রাজবতী (৫০) বৃহস্পতিবার মাঠে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গ্রামে ফেরার সময় লোধা গ্রামের পাশে রেললাইন পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী মালগাড়ির ধাক্কায় তিনি মারা যান। গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

আগামী কয়েকদিন দেশের একাধিক অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): আগামী কয়েকদিন দেশের একাধিক অংশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে আগামী ৪ দিন অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এছাড়াও জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে আগামী ৭ দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গুজরাট, কোঙ্কন এবং গোয়ায় আগামী ৪ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরাতেও আগামী ৫ দিন ভারী বৃষ্টি চলবে বলে জানা গেছে।

আর জি করে এলেন নতুন অধ্যক্ষ ও পৌঁছল কেন্দ্রীয় বাহিনীও

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি. স.): আর জি করে নিরাপত্তার দায়িত্বে সি আই এস এফ। বৃহস্পতিবার আর জি কর হাসপাতালে এসে উপস্থিত হন জওয়ানরা।

এদিকে, রাজ্য সরকার তথা স্বাস্থ্য ভবনের তরফে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, আর জি কর মেডিকেল হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন কর্তারাও এদিন উপস্থিত হন। সুহৃতা পালের পরিবর্তে অধ্যক্ষ হয়েছেন মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তুভ নায়েক—ও উপস্থিত হন।

লেহ-তে ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ল বাস; মৃত্যু ৬ জনের, আহত কমপক্ষে ২২ জন

লেহ, ২২ আগস্ট (হি.স.): লাদাখের লেহ-তে ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন যাত্রীর। এছাড়াও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২২ জন। ডিসি লেহ সন্তোষ সুখদেব বলেছেন, বৃহস্পতিবার লেহ থেকে পূর্ব লাদাখগামী একটি প্রাইভেট বাস ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে গেলে ৬ জন যাত্রী মারা যান এবং ২২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের এসএনএম লেহ জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।

লোহাপট্টিতে অগ্নিকাণ্ড: ১২ ঘন্টা পার, এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): প্রায় ১২ ঘন্টার কাছাকাছি সময় অতিবাহিত এখনও নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে কাঁকুড়গাছির লোহাপট্টির ভয়াবহ আগুন। বুধবার মাঝরাতে ওখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, কাঁকুড়গাছির লোহাপট্টিতে ২০টিরও বেশি দমকলের ইঞ্জিন একযোগে কাজ করছে পর্যায়ক্রমে। বেশ কিছু জায়গায় এখনও ”পকেট ফায়ার” রয়েছে। উল্লেখ্য, বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ হঠাৎ আগুন লাগে কাঁকুড়গাছির লোহাপট্টিতে। খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে দমকল পৌঁছায়। আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি এখনও। তবে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই।

আর জি করের পাহারায় কেন্দ্রীয় বাহিনী, হাসপাতালে পৌঁছলেন সিআইএসএফ জওয়ানরা

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছল সিআইএসএফ। আর জি কর হাসপাতাল পাহারা দেওয়া শুরু করলেন সিআইএসএফ জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার সকালে সিআইএসএফ-এর ডিআইজি কে প্রতাপ সিং সাংবাদিকদের বলেছিলেন, '২-৩ ঘন্টার মধ্যে আপনারা সব জানতে পারবেন।'ডিআইজি-র এই মন্তব্যের পর দুপুরেই আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এসে পৌঁছন সিআইএসএফ জওয়ানরা। এখন থেকে সিআইএসএফ জওয়ানরা এই হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যেখানে যেখানে সিআইএসএফ মোতায়েন করা হবে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে আগেই। যেমন, হাসপাতালের মেন গেটে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকবে। আর জি কর হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে দুই কোম্পানির সিআইএসএফ।

চাঁদে অবতরণের বর্ষপূর্তি, শুক্রবার প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপন

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): চন্দ্রযানের চাঁদে অবতরণের বর্ষপূর্তি হিসেবে ২৩ আগস্ট, শুক্রবার প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপন করবে ভারত। জাতীয় মহাকাশ দিবসের মূল অনুষ্ঠান হবে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে। মহাকাশে ভারতের উল্লেখযোগ্য সাফল্য, সমাজের জন্য উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।গত বছরের ২৩ আগস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে নেমেছিল ভারতের চন্দ্রযান-৩। ২৩ আগস্ট চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণের দিনটিকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসাবে পালন করা হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া, চাঁদে যেখানে ল্যান্ডার প্রথম পা রেখেছিল, সেই স্থানটির নামকরণ করা হয় ‘শিবশক্তি’।

ফের অন্য পদ সন্দীপ ঘোষের, প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে সন্দীপ ঘোষকে সরানোর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় বুধবার সন্ধ্যার পর। এরপরই জানা গেল, কোনও কলেজের অধ্যক্ষ পদ না পেলেও একটি নতুন পদে রাখা হচ্ছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার জানা গেল, তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের ওএসডি পদ।

সন্দীপ ঘোষের অধ্যক্ষ পদ বাতিল হলেও নতুন পদ পেয়েছেন তিনি। সেই বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ হয়েছে ইতিমধ্যেই। স্বাস্থ্য ভবনে ‘অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি’ পদ পেলেন তিনি। এই নিয়োগের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা, ব্যঙ্গ।

এদিকে, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে সরিয়ে সুহৃতা পালকে পাঠানো হয়েছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজে। আর জি করের নতুন অধ্যক্ষ হলেন মানস বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাসত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। সন্দীপ ঘোষ পদত্যাগ করার পর সুহৃতা পাল আর জি করে দায়িত্ব পেলেও, তাঁর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এমনকী হাসপাতালে গিয়ে বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয় তাঁকে।

এছাড়া, আর জি করের এমএসভিপি এবং ডিন অব স্টুডেন্টসের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে। তাঁকে শুধু আর জি করের ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে রাখা হয়েছে। চেস্ট মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকে বদলি করে পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গে। মালদা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন তিনি। এই চেস্ট মেডিসিন বিভাগেরই চিকিৎসক তথা ছাত্রী ছিলেন নির্যাতিতা।

কার্যত চিকিৎসকদের চাপের মুখে নতিস্বীকার করেই স্বাস্থ্য ভবন এই বুধবার রাতের এই রদবদলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

বৃহস্পতিবার জলমগ্ন আগরতলা শহর ঘুরে দেখেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।নিজস্ব ছবি।

আর জি কর কাণ্ডে ফটিকরায়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২২ আগস্ট: আরজিকর মেডিকেল কাণ্ডের ঘটনায় এবার মাঠে নামলো ফটিকরায় বিধানসভার এমড়াপাশা এলাকার গ্রামীণ মহিলা। বৃহস্পতিবার তাদের পক্ষ থেকে একটি মিছিল করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়।

কোলকাতার আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তরুনি চিকিৎসক মৌমিতা দেবনাথকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে গোটা দেশ। বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি এবারে তরুনী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার বিচার চেয়ে রাস্তায় রাজ্যের ফটিকরায় বিধানসভার গোটা এমড়াপাশা এলাকার গ্রামীন মহিলারা।

বৃহস্পতিবার তারা একজোট হয়ে বিভিন্ন প্লে-কার্ড হাতে নেমেপড়েন রাস্তায়। মিছিলে সামিল হয়ে দোষীদের শাস্তির দাবিতে এদিন স্লোগান তুলতে দেখাযায় স্থানীয় স্কুল পড়ুয়াদেরকেও। ঘটনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগড়ে দেন আন্দোলনকারীরা।

উদয়পুরে উদ্ধার কাজ অব্যাহত রেখেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ আগস্ট: উদয়পুর খিলপাড়া এলাকা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দিনরাত ২৪ ঘন্টা সাধারণ জনগণকে উদ্ধার কাজে নিযুক্ত উদয়পুর বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীরা। এখন পর্যন্ত প্রায় শতাধিক পরিবারকে উদ্ধার করেছেন বলে জানিয়েছেন তারা।জনৈক্য বিপর্যয় মোকাবেলা দলের কর্মী বলেন, উদয়পুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের কাছে উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। সেই অনুযায়ী তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বন্যার জলে আটকে থাকা জনগণকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। বিকেল পর্যন্ত প্রায় শতাধিক পরিবারকে তারা উদ্ধার করেছেন। আরো বেশ কিছু পরিবার বন্যার জলে আটকে আছে। তাদেরকে উদ্ধারের জন্য তারা তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

অবশেষে বন্যা পরিস্থিতিতে সিপিএম দলের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: বন্যার জেরে প্লাবিত হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা। বাড়ি ঘর ছাড়া বহু মানুষ। গোটা রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের হাহাকার। এমতাবস্থায় শেষ পর্যন্ত জেগে উঠলো সিপিআইএম দল। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি জারি করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটি।বিবৃতিতে সিপিআইএম দল বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের সাধারণ মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।বন্যার জেরে যখন গোটা রাজ্যের মানুষ ব্যতিব্যস্ত। এমন অবস্থায় এতদিন পরে সিপিআইএম দলের এখানে বিবৃতিতে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

বিদেশমন্ত্র

● প্রথম পাতার পর

আগস্ট থেকে ভারি বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। গত ২১ আগস্ট বিকেল ৩টা পর্যন্ত বাংলাদেশে সরবরাহকৃত তথ্যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তারপর বন্যার কারণে বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটার ফলে যোগাযোগের সমস্যা দেখা দেয়।এদিন বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন নদীতে বন্যা একটি যৌথ সমস্যা। যা উভয় পক্ষের জনগণের জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করে এবং এর সমাধানের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

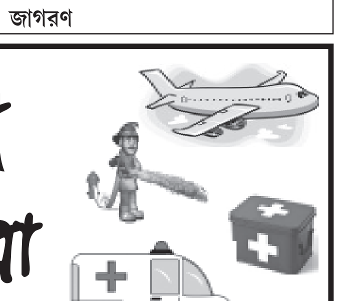

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোমতী জেলায় বন্যা পরিস্থিতি, আধিকারিক রাভেল হেমেন্দ্র কুমারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা শাসক হিসেবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: নাগরিকদের সুরক্ষা এবং ত্রাণ বিতরণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। তাই রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, স্পেশাল সেক্রেটারিকে গোমতী জেলার স্পেশাল জেলা শাসক এবং কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য পাঁচ জন টিসিএস অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।আজ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গোমতী জেলার বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে স্পেশাল জেলা শাসক এবং কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিএম-এর সম্পূর্ণ ক্ষমতার পাশাপাশি গোমতী জেলার কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করবেন।এছাড়াও, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য পাঁচ জন টিসিএস অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি, শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এনসি শর্মা এবং পঞ্চায়েতের অর্ধিকতা প্রসুন দে-কে খাদ্য দপ্তরের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশালগড়ে বন্যার ভয়াবহ রূপ, বিধায়কের চেষ্টায় উদ্ধার বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ আগস্ট: বন্যা পরিস্থিতি এবার রাজধানী আগরতলা শহর থেকেও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, গোটা বিশালগড়ে। বন্যার জল বাড়তে শুরু করে যার ফলে মুহূর্তের মধ্যেই বিশালগ ড় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বন্যার জলের বাড়িঘর দোকানপাট ভেঙ্গে পড়ে।

অন্যদিকে বিশালগড় থানা, বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অফিস ভবনসহ সর্বত্রই ভেসে গেছে বন্যার জলে। বিশালগড় মহকুমায় এই পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকেএকাধিক ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন সহ বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন বন্যায় দুর্গতদের উদ্ধার কাজ জারি রেখেছে।

বিশালগড়ের মানুষ ধারণা করছে আবার বৃষ্টি শুরু হলে বিশালগড় ভয়াবহ থেকে অতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। এদিকে, বন্যা কবলিত এলাকা থেকে জনগণকে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। বৃহস্পতিবার জয়নগর স্থিত ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুলের শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে এ কথা জানিয়েছেন তিনি।এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শিবিরে কিছু ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।এদিন তিনি বলেন, বন্যা দুর্গতদের যথাসম্ভব প্রশাসনের সহায়তা প্রদানের করা হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করে যথাসম্ভব বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে রাজ্য সরকার যেন এগিয়ে আসে।তাছাড়া, বন্যা পরবর্তীতে তাদের ঘর দুয়ার ঠিক করতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করারও দাবি রাখেন তিনি।অপরদিকে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকা অর্জুন খর্গে ও রাহুল গান্ধী তাদের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।অপরদিকে কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী জানান, এই স্কুলে মোট ৫০০ মত শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। তাদের খাবারদাবার থেকে শুরু করে ওষুধ পত্র সব কিছুর ব্যবস্থা প্রশাসন করেছে। পাশাপাশি দলীয় স্তরেও যথাসম্ভব সহায়তা করা হচ্ছে।

সচিব

● প্রথম পাতার পর

সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে বিদ্যুৎ দপ্তরের ৮৪৪টি খুঁটি ভেঙে পড়েছে, ১৫১টি ট্রান্সফরমার, ৩১০ কিমি কন্ডাক্টরস এবং ২টি সাব-স্টেশন সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের ২ হাজার ৩২টি স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ১ হাজার ৭৮৯টি স্থানে ভূমিধস পরিষ্কার করা হয়েছে এবং বাকি জায়গাগুলির ভূমিধস সরানোর কাজ পুরোদমে চলছে। ১ হাজার ৯৫২টি স্থানে রাস্তা ভেঙে পড়েছে, যার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫৭৯টি স্থানে পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার জন্য রাজ্যজুড়ে মোট ১৫৩টি ড্রেজার কাজে লাগানো হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্ত দপ্তরের প্রায় ২০০ জন ইঞ্জিনিয়ার দিনরাত কাজ করে চলছেন। তিনি জানান, চন্দ্রপুর, নাগেরজলা এবং রাধানগর থেকে বাস পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে। আগরতলা থেকে সমস্ত রেল পরিষেবাও স্থগিত করা হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যের ৮টি জেলায় বন্যার কারণে খারিফ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যাচ্ছে যে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর সব্জি ক্ষেত এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর ধানের জমি এখনও জলের তলায় রয়েছে।

রাজস্ব সচিব জানান, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোমতী, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং অন্যান্য বন্যা বিপর্যস্ত এলাকায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মভাবে ব্যাহত হয়েছে। ঐ সব স্থানগুলিতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত চালু করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজস্ব সচিব জানান, সারা রাজ্যে ২৬টি এস ডি আর এফ টিম, ৪টি এন ডি আর এফ টিম উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও অরুনাচল প্রদেশ থেকে ৪টি অতিরিক্ত এন ডি আর এফ টিম আগরতলায় অবতরণ করেছে, যাদের ইতিমধ্যেই গোমতী জেলায়, পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও ৪টি এন ডি আর এফ টিম আগেই দক্ষিণ ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা, ঊনকোটি এবং খোয়াই জেলায় নিযুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি সিভিল ডিফেন্স এবং আপদামিত্রের ২ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।রাজস্ব সচিব জানান, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আটকে পড়া ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধারের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার দুটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে। এছাড়াও হেলিকপ্টারের মাধ্যমে অমরপুরের রাঙামাটি, বামপুর, বাংকুরিয়া, মালবাসা এই ৪টি স্থানে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। রাজস্ব সচিব জানান, গোমতী জেলায় ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ আরও গতিশীল করতে শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমারকে গোমতী জেলার বিশেষ জেলা শাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কাজ দেখাশোনা করার জন্য খাদ্য দপ্তরের অধীনে ৫ জন টিসিএস অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের উদ্ধার ও ত্রান কার্য রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে শান্ত থাকতে এবং রাজ্য ও জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।সাংবাদিক সম্মেলনে আবহাওয়াবিদ ড় পার্থ রায় জানান, ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের পূর্বাভাস অনুসারে রাজ্যের অনেক জায়গায় আজ এবং আগামীকাল ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ সারা রাজ্যে এবং আগামীকাল দক্ষিণ ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, গোমতী এবং ধলাই এই ৪টি জেলায় 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে নগর উন্নয়নের দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং জানান, রাজ্যের বিভিন্ন শহর এলাকায় বন্যা দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ৬৫টি শিবির খোলা হয়েছে। এই শিবিরগুলোতে ৭ হাজার ২৩২টি পরিবারের ২৮ হাজার ৯৯৪ জন আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধপত্র সহ সমস্ত ধরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও শহর এলাকায় বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে ৩টি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। এই নম্বরগুলি হলো ৮১২৯৯০১১৭৬ / ৯৮৬৩২০১৬৬৫ / ৮১১৮৯৮২০৪০ সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রজেক্ট অফিসার শরৎ কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪ লাখ ৪০ হাজার ৮৪০ পরিবার, দুইজনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। বাংলাদেশে বন্যাকবলিত আট জেলায় ৪ লাখ ৪০ হাজার ৮৪০ পরিবারের প্রায় ২৯ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে দুইজনের।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী রেজা। তিনি জানান, গত ২০ আগস্ট থেকে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা আটটি- ফেনী, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ৫০ উপজেলা বন্যা প্লাবিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৩৫৭টি; আট জেলায় মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার ৮৪০ পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ২৯ লাখ ৪ হাজার ৯৬৪ জন। বন্যায় ফেনীতে একজন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী রেজা জানান, পানিবন্দি ও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে আশ্রয় দিতে মোট ১ হাজার ৫৩৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় মোট ৭৫ হাজার ৬৬৮ জন ও ৭ হাজার ৪৫৯টি গবাদি পশুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আট জেলার ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মোট ৪৪৪টি মেডিকেল টিম চালু রয়েছে বলেও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে কে এম আলী রেজা আরও জানান, বন্যা আক্রান্ত জেলাসমূহের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আট জেলায় ১ কোটি ৮২ লাখ নগদ টাকা, ১৩ হাজার ৬৫০ মেট্রিকটন চাল এবং ১১ হাজার প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দেশের সব জেলায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী মজুদ রয়েছে।

করিমগঞ্জের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে স্ব-অর্থায়নকৃত ইনপুট ডিলার সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

করিমগঞ্জ (অসম) ২২ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র বা কেভিকে জেলার প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতির স্টেকহোল্ডারদের জন্য ১৫ দিনের স্ব-অর্থায়নকৃত ইনপুট ডিলার সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। ৮ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি মূলত সারের উপর দৃষ্টিপাত করে ইনপুট ডিলারদের দক্ষতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব এবং সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ সমবায় সমিতির ডেপুটি রেজিস্ট্রার দুর্লভ বরা। অনুষ্ঠানে মৎস্য উন্নয়ন কার্যালয় সহ বিভিন্ন সহযোগী বিভাগের প্রতিনিধিরা এবং করিমগঞ্জের সমবায় সমিতির সিনিয়র ও জুনিয়র ইন্সপেক্টররা অংশগ্রহণ করেন।জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব তার বক্তব্যে কৃষি খাতের জন্য এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি কিভাবে এই ধরনের উদ্যোগগুলি স্ব-অর্থায়নকৃত ইনপুট ডিলারদের ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার উপর জোর দেন। এতে জেলা আয়ুক্ত কৃষকদের সংগঠিত করতে এবং কৃষি পদ্ধতির উন্নতিতে সমবায় সমিতির গুরুত্বের উপরও জোর দেন। তিনি এই সমিতিগুলিকে সমর্থন করার এবং তাদের আয়ের উৎস বাড়ানোর জন্য সরকারের প্রচেষ্টার বিষয়েও আলোচনা করেন, যা কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সংযুক্ত। তিনি কেভিকে করিমগঞ্জ দ্বারা পরিচালিত বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কথাও স্বীকার করেন এবং জেলার কৃষক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য সর্বাধিক সুবিধার জন্য কেভিকে-এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য অন্যান্য লাইন বিভাগকে উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল 'ভিশন ফর বিকশিত ভারত @২০৪৭ ফর ট্রান্সফর্মিং এগ্রিকালচার ইন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অফ আসাম' শিরোনামের একটি বই প্রকাশ করা। এদিন জেলা আয়ুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই প্রকাশনাটি উন্মোচন করেন, এটি ২০৪৭ সালের জন্য ভারতের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির অংশ হিসাবে এই অঞ্চলে কৃষিকে অগ্রসর করার জন্য কৌশলগত পদ্ধতির রূপরেখা দেয়। বইটির লক্ষ্য করিমগঞ্জের কৃষি রূপান্তরে অবদান রাখার জন্য স্টেকহোল্ডারদের নির্দেশিত করা এবং অনুপ্রাণিত করা। অনুষ্ঠানে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং প্রধান ড় পি. চৌধুরী অংশগ্রহণকারীদের তাদের ইনপুট ডিলার প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ব্যবসায়িক মডেল উন্নয়নের বিভিন্ন দিক এবং সার ও রাসায়নিকের সঠিক ও দক্ষ পরিচালনার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি পার্থেনিয়াম আগাছার কুখ্যাত ও ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন। এতে অংশগ্রহণকারীরা মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, কীটপতঙ্গ ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, সার ও রাসায়নিক গণনা, খামারের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, এবং কৃষি সম্পর্কিত নিয়মকানুন নিয়ে একটি বিস্তৃত পাঠ্যক্রম থেকে উপকৃত হয়েছেন। প্রশিক্ষণে প্রগতিশীল কৃষক নজরুল হকের বদরপুর খামারের ভ্রমণ সহ ব্যবহারিক সেশনও অন্তর্ভুক্ত ছিল, সফল মৎস্য চাষ এবং উদ্যানপালন অনুশীলনের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি অংশগ্রহণকারীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের মাধ্যমে শেষ হয়, যা অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করার জন্য তাদের প্রস্তুতির মূল্যায়ন করে। এই অনুষ্ঠানের সফল সম্পাদনের জন্য সহযোগী বিভাগ, কেভিকে করিমগঞ্জ, সম্প্রসারণ শিক্ষা অধিদপ্তর, এএইউ যোরহাট এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সমর্থিত ছিল, যাদের অবদান অনুষ্ঠানের সময় স্বীকার করা হয়। এই উদ্যোগটি করিমগঞ্জে কৃষি পদ্ধতি বাড়ানো এবং ইনপুট ডিলারদের কার্যকারিতা বাড়ানোর দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে, যা শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে কৃষি অগ্রগতি এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির বৃহত্তর লক্ষ্যে অবদান রাখে।

করিমগঞ্জের মহাকল ব্লক অফিস ঘেরাও সি পি আই (এম)

বদরপুর (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : বদরপুরের গ্রাম ও শহরের জনজীবনের প্রতিদিনের দুর্ভোগের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে বৃহস্পতিবার মহাকল ব্লক অফিস ঘেরাও করলো সি পি আই (এম) বদরপুর লোকাল কমিটি। পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে মাসব্যাপী প্রচার শেষে এদিন মহাকল ব্লক অফিসে ধর্ণা দেন সি পি আই (এম) কর্মীরা। সপ্তাহ খানেক ধরে চলছে বৃষ্টি। এই দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই সি পি আই (এম) কর্মীরা মহাকল ব্লকে জমা হোন। ছিলেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলারা। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে সি পি আই (এম) বদরপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক তরুন গুহ বলেন বদরপুরের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে রাজ্য সরকার। বদরপুরের রাজনৈতিক মানচিত্রকে কেটে টুকরো টুকরো করে শহর বদরপুরকে কাছাড় জিলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বদরপুরের দক্ষিণের এক বৃহদাংশকে কেটে রামকৃষ্ণনগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বদরপুরের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ। দীর্ঘদিন বরাক বাঁধের সংস্কার না হওয়া এবারে বদরপুরে বন্যার অন্যতম কারণ। গ্রামীণ রাস্তাগুলির অবস্থা শোচনীয়, প্রায়ই দূর্ঘটনা ঘটছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বদরপুর শহরে কোন স্থায়ী বাজার নেই। রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে বসেন, ফলে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যানজটের সৃষ্টি হয়। বিজেপি পরিচালিত পৌরসভা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও বদরপুর শহরে একটি স্থায়ী বাজার নির্মাণ করতে পারেনি। বদরপুর করিমগঞ্জ জিলার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর হলেও আজও শহরে নেই কোন পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। বদরপুরঘাট রেলগেটে প্রতিদিন যানজটের সৃষ্টি হয়। এই যানজটের ফলে পথচারীরা প্রায়ই দূর্ঘটনার সম্মুখীন হোন, এম্বুলেন্স সহ যাত্রীবাহি গাড়িগুলি দীর্ঘসময় যানজটে আটকে থাকার কারণে মুমূর্ষু রোগী সহ জরুরী কারণের যাত্রীরা প্রতিদিন হয়রাণীর শিকার হচ্ছেন।রেল বিভাগ, রাজ্য সরকার সহ কারো এবিষয়ে মাথাব্যথা নেই। তিনি বলেন সি পি আই (এম) এই দাবিগুলি নিয়ে মাসব্যাপী বদরপুরের মানুষের মধ্যে প্রচার চালিয়েছে। অতীতেও বিষয়গুলি নিয়ে একাধিকবার আন্দোলন করেছে সি পি আই (এম), শহর এবং গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের মানুষের স্বাক্ষর নিয়ে দাবিপত্র পেশ করেছে কিন্তু রাজ্য সরকার, পৌরসভা, পঞ্চায়েতগুলি মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে অদ্ভুতভাবে নীরব। তিনি বলেন প্রশাসন,পৌরসভা, পঞ্চায়েতগুলি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এম এনরেগা, পঞ্চায়েতের টাকা বেমালুম হাপিস হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল নিষ্কাষনের কোন ব্যবস্থা নেই। বদরপুরের মিশন রোড,বৃন্দাশীল, জুমবস্তি, ধর্মনগর বস্তির বাসিন্দারা জমা জলে অসুস্থ হচ্ছেন। এই মুহূর্তে আন্দোলন ছাড়া মানুষের কাছে বিকল্প নেই। তিনি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবিগুলি পূরণে সরকারকে বাধ্য করার আহ্বান জানান। এদিনের ধর্ণার দাবিগুলির মধ্যে ছিলো বদরপুরে স্থায়ী বাজার নির্মাণ, বদরপুরঘাটে রেলে গেটে ফ্লাই ওভার নির্মাণ, বদরপুরের জল নিষ্কাষনের ব্যবস্থা করা,বরাক নদীর বাঁধ ও গ্রামীণ সড়কগুলির সংস্কার ইত্যাদি।ধর্ণা শেষে পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র বিডিওর হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং এর প্রতিলিপি বদরপুরের সার্কেল অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হয়।

মৃত ৭

● প্রথম পাতার পর

(১৮), জ্যোতিকা ত্রিপুরা (২১) ও কুমতুইসা ত্রিপুরা (৩)। অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়ায় এই ধরনের দুর্ঘটনার ফলে সমগ্র এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।এদিকে, বুধবার রাত থেকে ঘুমোতে নদীর জলস্তর উপর দিয়ে বইতে শুরু করে। সোনামুড়া থানার অন্তর্গত দুর্লভ নারায়নপুরে একজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে বৃহস্পতিবার। মৃত ব্যক্তির নাম সিদ্দিক মিয়া ৪৮,। জানা গেছে মৃত ব্যক্তি বাড়ি সোনামুরা হলেও দুর্লভ নারায়ন শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন।মাছ ধরতে গিয়ে জলের তলিয়ে যায় বলে ধারণা। বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃতদেহ নদীতে ভাসতে ।

মেয়র

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি খাতিয়ে দেখার সময় এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন শহরের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করার সময় মেয়রের সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। শহরের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন কালে এছাড়াও মেয়র দীপক মজুমদার বলেন আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশনের জন্য ১৭টি পাম্পের ভেতর ১৬টি পাম্প কাজ করছে।

বৃষ্টি না হলে আজ বিকালের মধ্যে শহরের জল নেমে যাবে। বিশেষ করে নদীর জল শহরে প্রবেশ করার কারণেই বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রুপ নিয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মেয়র।

করিমগঞ্জের পাঁচটি হজ সেবা কেন্দ্রের নাম প্রকাশ

করিমগঞ্জ (অসম) ২২ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি হজ সেবা কেন্দ্রের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। হজ সেবা কেন্দ্রগুলি হচ্ছে -হজ সেবা কেন্দ্র কানিশাইল, করিমগঞ্জ দায়িত্বে রয়েছেন শাহীন উদ্দিন চৌধুরী (৯৩৬৫০৫৫৯২৩)। পাশাপাশি হজ সেবা কেন্দ্র বদরপুর, এম বাজারের নিকটে এম এস কমপ্লেক্স বদরপুর, আব্দুল মুনিম (৬০০১৪১৩৬৯১)। হজ সেবা কেন্দ্র নিলাম বাজার, লঙ্গাই রোড বড় মসজিদের নিকটে আইটেক কম্পিউটার দায়িত্বে জাকির হোসেন চৌধুরী (৭৩৯৯১০০৯৭৩)। হজ সেবা কেন্দ্র রাতাবাড়ী, কাজিরবাজার জামে মসজিদের নিকটে, মুজাক্কির হোসেন (৬০০৩৭৫৭৫৯৭)। এছাড়া হজ সেবা কেন্দ্র পাথারকান্দি, মেইন রোড পাথারকান্দি আইবি স্টোরের নিকটে মোস্তফা আহমেদ (৯৩৬৫২৮৯৬৭২)। গত ১৯ আগস্ট তারিখে করিমগঞ্জ জেলা হজ কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে করিমগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত এই হজ সেবা কেন্দ্রগুলির তালিকা জানিয়ে দিয়েছেন। এতে করিমগঞ্জ জেলা হজ কমিটির যুগ্ম সচিব হিসেবে বাহা উদ্দিন চৌধুরীকে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে ওই বৈঠকে স্থির করা হয়।

করিমগঞ্জে সেপ্টেম্বর মাসের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার চাল বরাদ্দ

করিমগঞ্জ (অসম) ২২ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জে সেপ্টেম্বর মাসের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে পিএমজিকেএওয়াই বা প্রাইম মিনিস্টার গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার বিনামূল্যের চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এই চাল অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় রেশন কার্ড পিছু ৩৫ কেজি এবং প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড কার্ডধারীদের মাথা পিছু ৫ কেজি করে বিনামূল্যে বিতরণ করতে করিমগঞ্জের খাদ্য, গণবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায্য মূল্যের দোকানীদের বরাদ্দ চাল গ্রহনের সময়সীমা ৩১ আগস্ট পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই এনএফএসএ অন্তর্ভুক্ত সকল পরিবহনকারীদেরকে এক নির্দেশে বলা হয়েছে তাঁরা যেন ৩১ আগস্ট এর ভিতরে বরাদ্দ চাল নিজ নিজ এফসিআই ডিপো থেকে সংগ্রহ করে ন্যায্য মূল্যের দোকানীদের বিলি করেন।

াঙ্গন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাধারঘাটে মেগা ফুটবল পিছিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে দশরথ দেব গুডমর্নিং ফুটবল ক্লাবের ৫-এ সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট ২৪-২৬ আগস্টের পরিবর্তে আগামী ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক কমিটি বৃহস্পতিবার এক জরুরী বৈঠকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পর সংবাদ মাধ্যমকে বিস্তারিত জানানো হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ও দশরথ দেব গুডমর্নিং ফুটবল ক্লাবের মধ্যে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে খেলা শুরু হবে। উল্লেখ্য, ফাইভ-এ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টের ব্যাপক আয়োজন। এবার সর্বাধিক ৩২ টি দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছেন আয়োজকরা।

প্রতিবছরের মতো এবারও সাড়া জাগানো এই ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করতে যাচ্ছে আগরতলার বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব। ২৪ আগস্ট থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বন্যা পরিস্থিতির কারণে তা তিন সপ্তাহ পিছিয়ে নিতে হয়েছে।

তিন দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭ হাজারের মতো বড় অংকের প্রাইজমানিও। পরবর্তী সূচি অনুযায়ী ১৩ সেপ্টেম্বর এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে।

১৫ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক গৌতম ব্যানার্জি এবং বিরুপাক্ষ চৌধুরী সংশ্লিষ্ট সকল ক্লাব, সংস্থা ও সংগঠনের প্রতি এ বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছেন।

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Government of Tripura, Department of Agriculture & Farmers welfare, O/o the Superintendent of Agriculture, Jolaibari Agri. Sub-Division, Jolaibari, South Tripura, invites Offline Tender in vide No. Dt.12.08.2024 for No.F.3(46)-SA/JLB/TENDER/2023-24/1877-1946
hiring of commercial vehicle (Model: Maruti Wagon R) under Jolaibari Agri.Sub-Division from the bonafied and resourceful Tendered of Indian national having financial stability, during the year 2024-2025 (valid up to 01st September,2025) for Jolaibari Agri. Sub- Division, Jolaibari, South Tripura. Offline Tender submission date is fixed on 02-09-2024 from 10.00 A.M to 3.00 P.M. Tender related all papers/documents with self attested must be submit at the time of preparing offline tender. Tender will be opened in the Office of the undersigned on the same day, if possible. Other terms and conditions may be collected from the Office of the undersigned during the Office hours of any working day up to 48 hrs before the scheduled time of dropping the tender.
ICA/C/1233/34

(Ar. Sridam Das)
Superintendent of Agriculture J olaibari Agri. Sub-Division, Jolaibari, South Tripura.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in pursuance of Order of the Hon'ble Supreme Court in WP (C) No. 324/2020 dated 20.10.2023 filed by Dr. Balram Singh, the survey of Manual Scavengers was completed in North Tripura District and no insanitary latrine and manual scavenger as defined in
The Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act, 2013 were found.
Therefore any person who has any claim or objection regarding this, he/she may submit his or her claim/objection with information about such manual scavenger to the office of the CEO/EO of concerned Urban Local Bodies and concerned BDOS of respective RD Block for rural areas within 15 days.
ICA/D/669/24

District Magistrate & Collector
North Tripura, Dharmanagar

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 08/EE-IED/AMB/2024-25
Dated: 17/08/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	24/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 3,86,866.00	₹ 7,737.00	Upto 17.00 Hrs on 07/09/2024	At 10.00 Hrs On 09/09/2024
2	25/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 3,41,808.00	₹ 6,836.00		
3	26/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 3,22,865.00	₹ 6,457.00		
4	27/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 1,44,781.00	₹ 2,896.00		
5	28/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 1,14,558.00	₹ 2,291.00		
6	29/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 6,97,696.00	₹ 13,954.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/
ICA/C/1230/24

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
IE Division, Ambassa, PWD

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M.on followingwork:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd Call/Construction of 5 nos. Additional Class Room and 1 unit Library Room at PM SHRI Hazibari (Ratachrra) HS School under Kumarghat block of Unakoti District under PM SHRI for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 05/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 PRESS NIT NO: 21/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 1,31,96,520.00	Rs. 2,63,930.00	12(Twelve) months	Up to 3PM 03/09/2024	At 04/09/2024 Hrs 11am. on	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps:// tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest
ICA/C/1226/29

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

PRESS SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- IE-SD/UDP/2024-25/04

SL NO	DRAFT NIT NUMBER	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	05/SDO /IE-SD/UDP/2024-25	₹ 193948.00	₹ 3879.00	20(Twenty) days	Up to Office Hours on 30.08.2024	At 15.30 Hrs on 31.08.2024
2	06/SDO /IE-SD/UDP/2024-25	₹ 193725.00	₹ 3875.00	20(Twenty) days	Up to Office Hours on 30.08.2024	At 15.30 Hrs on 31.08.2024

LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM
ICA/C/1236/24

For details please contact to the office of the undersigned.
Udaipur, Gomati, Tripura
Internal Electrification Sub-Division

রাজ্য স্তরীয় স্কুল ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য স্তরীয় স্কুল ক্রীড়ার অনূর্ধ ১৭ বালকদের ফুটবল দ্বিতীয় বিভাগের খেলায় প্রথম ম্যাচে গোমতি জেলা দল পাঁচ চার গোলের ব্যবধানে দক্ষিন জেলা দলকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে সিপাহীজলা জেলা দল ৪-০ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জেলা দলকে পরাজিত করেছে। তৃতীয় ম্যাচে খোয়াই জেলা দল ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে ঊনকোটি জেলা দলকে পরাজিত করেছে। চতুর্থ খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৫-৪ গোলের ব্যবধানে উত্তর জেলা দলকে হারিয়েছে।

পঞ্চম ম্যাচে ধলাই জেলা দল ৪-৩ গোলের ব্যবধানে গোমতী জেলা দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। আগামীকাল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম সেমিফাইনালে সিপাহীজলা জেলা দল খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে।

অপর সেমিফাইনালে ধলাই জেলা দল খেলবে খোয়াই জেলা দলের বিরুদ্ধে। দুটি সেমিফাইনালের বিজয়ী দুই দল ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, প্রবল বর্ষণের কারণে ছেলেদের অনূর্ধ ১৭ ফুটবলের রাজ্যভিত্তিক স্কুল আসর অমরপুরের পরিবর্তে আগরতলায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্থগিত সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল রামকৃষ্ণ ক্লাব আজ পুলিশের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লাল বাহাদুর ও এগিয়ে চলো-র সেমিফাইনাল ম্যাচটি আজ স্থগিত রাখা হয়েছে ।দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং সার্বিক বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত নীলজ্যোতি-রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের বৃহস্পতিবারের প্রথম সেমিফাইনালে এগিয়ে চল সংঘ বনাম লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের নির্ধারিত খেলাটি রদ করা হয়েছে। এই খেলা টি আগামী ২৪শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হবে। রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে। এদিকে, আগামীকাল টুর্নামেন্টের অপর সেমিফাইনালে রামকৃষ্ণ ক্লাব ও পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটে এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে ন্যূনতম গোলে ব্লাড মাউথ ক্লাব কে পরাজিত করে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছিল। প্রতিপক্ষ জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ২-১ গোলে হারিয়ে পুলিশ দল সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছিল।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-17/S/EE/RDAD/2024-25 Dt. 21/08/2024 On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 10/09/2024 for 'Transportation of store materials'. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 03812325988. Any subsequent corrigendum/ Memorandum will be available in the website only.
ICA/C/1240/24

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল: ৭ বছরের চুক্তিতে চেলসিতে ফেলিক্স

স্টামফোর্ড, ২২ আগস্ট (হি.স.): স্প্যানিশ ক্লাব আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড তারকা জোয়াও ফেলিক্সকে দলে টেনেছে ইংলিশ ক্লাব চেলসি। ফেলিক্সের সঙ্গে বুধবার ৭ বছরের চুক্তি করেছে চেলসি। আগামী ২০৩১ সাল পর্যন্ত স্টামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটিতে থাকবেন এই তারকা ফুটবলার। ফেলিক্সকে দলে টানতে ৪ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড খরচ হয়েছে প্রিমিয়ার লিগের এই ক্লাবটির ।গত মরসুমে লা লিগার দল বার্সেলোনায় ধারে খেলেছেন ফেলিক্স। ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৪ ম্যাচে ১০ গোল করেছিলেন তিনি। আর ২০১৯ সালে বেনফিকা থেকে ফেলিক্সকে দলে টানে আতলেতিকো। ক্লাবটির ২০২১ সালে লা লিগা শিরোপা জয়ে তার বড় ভূমিকা ছিল। সব মিলিয়ে দলটির হয়ে ১৩১ ম্যাচে ৩৪ গোল করেন এই ফুটবলার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বটতলা বি আর আম্বেদকর স্কুলের অস্থায়ী শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্য সরকার বা আগরতলা পুর নিগম বা নগর পঞ্চায়েত কেউ একা এই উদ্ভুত সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে আমরা সবাই মিলে কাজ করছি। সরকারের পাশে থাকতে হবে সবাইকে। জেলাশাসকগণ খুব ভালো কাজ করছেন। এর পাশাপাশি সচিব থেকে শুরু করে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সহ প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলার বটতলা বি আর আম্বেদকর স্কুলের অস্থায়ী শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি সেখানে বন্যায় বিপন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের কোন অসুবিধা আছে কিনা সেবিষয়ে বিশদ খোঁজখবর নেন এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির শুরু থেকেই গোটা বিষয়টির উপর গুরুত্ব সহকারে নজর রেখে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আপডেট করেছেন। এরমধ্যে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে কয়েক দফায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও কথা বলেছেন। বন্যায় বিপন্ন লোকজনকে উদ্ধারের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে হেলিকপ্টার, বোট, এনডিআরএফের অতিরিক্ত বাহিনী ও আনুষঙ্গিক উপকরণ দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন তিনি। আর মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে মান্যতা দিয়ে বৃহস্পতিবারই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতীয় বায়ু সেনার বিমানে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সহ এনডিআরএফের টিম পাঠানো হয় ।আর এদিন সন্ধ্যায় উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে দেখে সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, বন্যা পরিস্থিতি এখনো উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। আমি সবাইকে বলবো যাতে সরকারকে সহযোগিতা করা হয়। পুর নিগমের মেয়র কোলকাতায় ছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলায় তিনি দ্রুত এসে পড়েন। তিনি চলে আসায় কাজে আরো গতি আসবে। সব জায়গাতেই আমি যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের চাহিদা মতো সবকিছু পাঠিয়েছেন। আগামীকাল আবহাওয়া ভালো থাকলে হেলিকপ্টারে বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করতে যাবো।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা কি কি করছি আপনারা জানেন। কোন জায়গায় কি অসুবিধা সেটা দেখা হচ্ছে। আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে। আমরা পরিস্থিতির উপর মনিটরিং করে যাচ্ছি। আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টই করতে হবে। এবিষয়ে আগাম কিছু বলা যায় না। আগামীকালের দিনটা গেলেই হয়তো পরিস্থিতি আরো ভালো হতে পারে। ডাঃ সাহা জানান, ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকাতেই বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা খুবই সদর্থক হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা মতো সবকিছু পাঠিয়েছেন। আজও বিমান যোগে আরো বেশকিছু সাজসরঞ্জাম এসে পৌঁছুবে। অমরপুরের অবস্থা একটু সংকটজনক রয়েছে। সেখানে হেলিকপ্টারে টিম যাচ্ছে। খাবার সামগ্রীও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বন্যায় যারা ছাদের উপর রয়েছেন তাদের এয়ার লিফটিং করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আমরা সবাই মিলে কাজ করছি। সাধারণ মানুষও হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। প্রশাসনের পাশাপাশি কাউন্সিলার থেকে শুরু করে দলের কার্যকর্তারা কাজ করে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সবাইকে দায়দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। গোমতী জেলায় একজন ডিএমকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে। যাতে ভালোভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়। বিশেষ করে অমরপুর ও করবুক মহকুমায় দ্রুত কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে যা প্রয়োজন সেটা নজরে রেখেই কাজ করা হচ্ছে। পরিদর্শন কালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

বন্যা দুর্গত এলাকা থেকে জনগণকে উদ্ধার কাছে হাত লাগালো আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: বন্যা দুর্গত অবস্থায় আগরতলার কাটাখাল এলাকায় বাড়িঘরে জল ঢুকে একপ্রকার জলের তলায় সবকিছু। কাটাখালের পাড়ে মোল্লা পাড়ায় আটকে থাকা জনগণকে উদ্ধারে হাত লাগিয়েছে আসাম রাইফেল এর জওয়ানরা।

প্রগতি বিদ্যাভবনের পেছন দিকে কাটাখালের উপর যে ব্রিজ ছিল জলের স্রোতে তা উড়িয়ে নিয়ে গেছে আজ ভোরে। গোটা এলাকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ি ঘরে আটকে থাকা সাধারণ নাগরিককে, বন্যাকবলিত এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনতে আসাম রাইফেলের জওয়ানরা মাঠে নেমেছে। ইতিমধ্যেই অনেককেই ওই এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে।

নিজ বিধানসভা এলাকার স্থানীয় জনগণের পাশে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা। এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর জল। অনেকেই আটকে আছেন বাড়ি ঘরে। বৃহস্পতিবার কোমর সমান জলে নেমে নিজ বিধানসভা এলাকায় স্থানীয় জনগণের খোঁজ খবর নিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

নিজ বিধানসভার অন্তর্গত ইন্দ্রনগর , চন্দ্রপুর সহ বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যান ছয় আগরতলার কংগ্রেস বিধায়ক। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্গতদের খোঁজখবর নেন এদিন তিনি। তাদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি বন্যা দুর্গতদের তাদের পানীয় জল ও শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করেন।

শান্তিরবাজারে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ আগস্ট: শান্তিরবাজার শহরে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুরে ছাই বেশ কয়েকটি দোকান। দমকল কর্মীরা উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় শান্তিরবাজার শহরে জয়কৃষ্ণ সাহার মুদি দোকানের গোডাউন, শিবু দাসের শুটকি দোকান, চাঁন মিয়ার মাংস দোকান সহ বেশ কয়েকটি দোকানে অগ্নিসংযোগ ঘটে। অগ্নিসংযোগের খবরপেয়ে ঘটনাস্থলে শান্তির বাজার ও জোলাইবাড়ী দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। দমকল বাহিনীর দুইটি ইঞ্জিনের পাশাপাশি আগুন নিয়ন্ত্রয়ে সহায্যের হাত বারিয়েদেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা।

উনারা দমকল বাহিনীর কর্মীদের সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রনে সাহায্যের হাত বারিয়েদেন। অগ্নিকান্ড সম্পর্কে জানাতে গিয়ে ভাইস চেয়ায়ম্যান সত্যব্রত সাহা জানান বিধায়ক সহ উনারা সকালথেকে শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকায় লোকজনদের উদ্ধার কাজে নেমে পরেন। উনাদের কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলায় শান্তির বাজারে আসার পর অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে উনারা ছুটে যান। এই অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান জানা যায়নি। বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং ও সত্যব্রত সাহা সহ দমকল বাহিনীর কর্মীদের একান্ত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে।

শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: বৃহস্পতিবার রাজধানীর হরিজন কলোনি ও টাউন ইন্দ্রনগর এলাকায় গিয়ে অস্থায়ী শিবিরে থাকা মানুষদের খোঁজ নিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাধারণ মানুষদের নিরাপদে রাখার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চেয়েছেন তিনি। এনডিআরএফ এর বিশেষ টিম রাজ্যে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। বন্যা প্লাবিত এলাকাগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হচ্ছে। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশে সরকার এবং দলের প্রত্যেক কর্মকর্তা রয়েছেন বলে জানান প্রদেশ বিজেপির সভাপতি।

অবৈজ্ঞানিকভাবে সেতু নির্মাণে ভাঙছে ধলাই নদী, অভিযোগ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: গত তিনদিন আগে বন্যায় ধলাই নদীর ভাঙ্গনে দক্ষিন মানিক এরারপাড় বিস্তৃর্ন এলাকার বাড়ি ঘর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে এরার পাড় এলাকার গ্রামবাসীরা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এনএইচআইডিসিএল- এর অধীনে সাউ কনস্ট্রাকশন ২০৮নং জাতীয় সড়কের ধলাই নদীর উপর পাকা সেতু অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত করার কাজের দরুন ধলাই নদীর ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। আগামী দিনগুলিতে আরো ভয়াবহ রূপ নিয়ে গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানান, ২০৮ নং জাতীয় সড়কের ধলাই নদীর উপর পাকা সেতু অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মান করার সময় ধলাই নদী একাংশ বাঁধ দিয়ে কাজ শুরু করা হয়। এলাকার অভিজ্ঞ ঠিকাদার সহ গ্রামবাসীরা সেতু নির্মাণকালে বাধা দেন। এবং লিখিত অভিযোগ জানান কমলপুর মহকুমা শাসক ও ধলাই জেলার ডিএম এর নিকট। লাভের লাভ কিছু হয়নি। গ্রামবাসীরা ওই সময় আশ্বাস ছাড়া কিছুই পায়নি। কিন্তু, সাউ কনস্ট্রাকশন তার নির্মাণ কাজ চালিয়ে যান। আজ এরার পাড় গ্রামবাসীরা এর খেসারত দিচ্ছে। গত তিনদিন আগে বন্যায় এরার পাড় গ্রামবাসীদের বাড়ি ঘর, জমি, মূল্যবান গাছ সব নদী গর্ভে চলে গেছে। ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। কারন, আবার যদি অতি ভারী বৃষ্টিপাত দেখা দিলে এরার পাড় ভয়াবহ রূপ ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

গরু পাচার রুখলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২২ আগস্ট: নিজ বিধানসভা এলাকায় হাতেনাতে গরুপাচার ধরলেন ত্রিপুরার মন্ত্রী সুধাংশু দাস। গরু সমেত পাচারকারীকে তুলে দেওয়া হয় প্রশাসনের হাতে।

মাঝ রাস্তায় গরু পাচার রুখে দেওয়ার কাজ ইতিপূর্বে বহুবার করতে দেখাখেছে ত্রিপুরার মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে। এবারে আরো একবার দিনে দুপুরে নিজ বিধানসভা এলাকার কৃষ্ণনগরে গো-চোরাচালান নিজেই রুখে দিলেন মন্ত্রী তথা ফটিকরায়ের বিধায়ক সুধাংশু দাস।

বৃহস্পতিবার নিজ বিধানসভা এলাকায় বন্যা কবলিত মানুষের খোঁজখবর নিতে বেরহন মন্ত্রী। তখনই কৃষ্ণনগর এলাকায় একটি বোলেরো পিকাপ গাড়ীতে অমানবিকভাবে আটটি গরুকে নিয়ে যেতে দেখে সন্দেহ হয় মন্ত্রীর। নিজেই গরু বোঝাই গাড়ীকে আটকে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন মন্ত্রী। প্রশ্নের উত্তরে গরুর কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি গাড়ী চালক।

ধারনা করা হচ্ছে চুরি করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো গরুগুলোকে। অনেকদিন ধরেই ফটিকরায় সহ আশপাশ এলাকায় গরু চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ মানুষ। সম্প্রতি বন্যায় মানুষ যখন ভিটেমাটিহীন তখনই সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাচারকারীদের পোয়াবারো অবস্থা বলে অভিযোগ। এদিন পরে গরু সমেত পাচারকারীকে তুলে দেওয়া হয় ফটিকরায় থানার পুলিশের হাতে।

বিদ্যুৎহীন ফটিকরায় প্রাথমিক হাসপাতাল সমস্যায় রোগী ও তাদের পরিজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২২ আগস্ট: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে ফটিকরায় প্রাথমিক হাসপাতাল। নেই জেনারেটরের ব্যাবস্থা। তিনদিন ধরে মোমবাতির আলোয় চলছে চিকিৎসা পরিষেবা। আর এতে হাসপাতালে কর্মী থেকে শুরু করে রোগীদের দুর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিদ্যুতহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ের সরকারি প্রাথমিক হাসপাতাল। হাসপাতালে থাকা রোগী এবং তাদের পরিবারের লোকেদের কথায় টানা তিনদিন ধরে হাসপাতালে নেই বিদ্যুৎ। নেই পানীয় জলের পরিষেবা। হাসপাতালে পানীয় জল থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক কাজ সারার জলটুকু পর্যন্ত মিলছে না।

রোগীর পরিবারের লোকেদের বক্তব্য, হাসপাতালে বিদ্যুৎ না থাকার ফলে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। হাসপাতাল কক্ষে গরমে নাজেহাল হচ্ছেন রোগী সাধারণ। এদিকে বিদ্যুৎ না থাকায় ওয়ার্ডে কেউবা জ্বেলেছেন মোমবাতি তো কেউবা আঁধার ঘুচানোর চেষ্টা করছেন নিজেদের চার্জারের আলোতে।

বিদ্যুৎ না থাকায় টানা তিনদিন ধরে মোমবাতি জ্বালিয়েই চলছে হাসপতালের স্টাফরুম পর্যন্ত। হাসাপাতালের মতো জরুরি পরিষেবা চালাতে নেই সরকারী জেনারেটারের ব্যবস্থা। একটি ইনভার্টার থাকলেও তার চার্জও ফুরিয়ে গেছে অনেক আগেই। ফলে রোগীদের পরিষেবা দিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানান ফটিকরায় হাসপাতালের চিকিৎসক এন এইচ ভৌমিক।

সোনামুড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৭০ টি পরিবার, দিশেহারা মানুষের পাশে নেই প্রশাসন, অভিযোগ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: সোনামুড়া মহকুমা কলম ক্ষেত এলাকায় বন্যায় প্রায় ৭০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।দিশেহারা মানুষের পাশে নেই প্রশাসন অভিযোগ এলাকাবাসীর।

রাতভর অবিরাম বৃষ্টির কারনে সোনামুড়ার বন্যা পরিস্থিতি বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে। উজানে বৃষ্টির ফলে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে গোমতী। গতরাতের পাশাপাশি আজ সকালেও ভারী বৃষ্টিপাত হয় সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে। যার ফলে বেজিমারা, রবীন্দ্রনগর, রাঙ্গামাটিয়া , খেদাবাড়ি সহ সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত ও মেলাঘর পুর পরিষদের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড নুতন ভাবে বন্যার কবলে চলে এসেছে। মেলাঘর ও সোনামুড়ার দুর্গাপুর দিয়ে গোমতীর বাঁধের কয়েকটি অংশে ফুটো হয়ে যাওয়ায় কাদা মিশ্রিত জল বেরিয়ে আসছিল। বালির বস্তা ফেলে সেই সমস্ত ফুটো মেরামত করা হয়েছে। মেলাঘর থেকে সোনামুড়ার রাস্তার রাঙ্গামাটিয়া এলাকার এক ধারের একটা অংশ ভেঙে যাওয়ায় প্রশাসনের তরফে রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সোনামুড়া। যদি রাস্তাটি পুরপুরি ভেঙে যায় তাহলে গোমতীর জল প্রবেশ করে অবস্থা আরো ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

তাছাড়া, গোটা মহকুমায় এখনো পর্যন্ত ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ বন্যা কবলিত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে মহকুমা প্রশাসনের তরফে। দুপুর পর্যন্ত তাদের মধ্যে ১৪ হাজারকে উদ্ধর করে শরণার্থী শিবিরে পাঠানো সম্ভব হলেও অনেক শরণার্থী শিবিরে জল উঠে যাওয়ায় তাদেরকে পুনরায় অন্যত্র সরানো হচ্ছে।

বন্যার জেরে বিপর্যস্ত ছামনুবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ছামনু, ২২ আগস্ট: একদিকে বিদ্যুৎ, একদিকে পানীয় জল এবং মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক সমস্যায় জর্জরিত ছামনুবাসী। বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জল সরবরাহ দিতে পারছেন না।

নদীর জল ঘোলা কোথা থেকে মানুষ জল পান করবেন, অনেকেই বৃষ্টির জল ব্যবহার করছেন। বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ এর জল কখন পাবেন তার কোন ঠিক নেই। অপরদিকে নেটওয়ার্ক সমস্যার কারনে ব্যাংকের লেনদেন করতে পারছেন না বলে গ্রাহকদের অভিযোগ।

বিএসএনএল, জিও, এয়ারটেল সবটিতেই নেটওয়ার্ক সমস্য রয়েছে। পাশাপাশি রাস্তাঘাটের ও বেহাল অবসা। এই বৃষ্টিতেই অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। কখন যে সূর্যের আলো দেখা যাবে বলা মুশকিল সংবাদ লেখা অবধি আকাশের মুখ ভারি করে রেখেছে, রাত্রী বেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্যা কবলিত মানুষের পাশে কর্পোরেটর শম্পা সেন সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: এবার বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ালেন ৮ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শম্পা সেন সরকার। বৃহস্পতিবার তিনি ইন্দ্রনগর এলাকায় আশ্রিত শরণার্থীদের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করেন।

রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কারণে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন সহস্রাধিক মানুষ। বিগত কয়েকদিনের টানা বর্ষণের ফলে রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্টি হয় প্লাবন। নদীর জল শহরে প্রবেশ করায় এ ধরনের বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন রাজধানীর মানুষ। এবার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়লেন আগরতলা পুরো নিগমের ৮ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শম্পা সেন সরকার।

বৃহস্পতিবার তিনি ইন্দ্রনগর স্থিত এক শরণার্থী শিবিরের সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে বিজেপি দলে রাজ্য নেতা সুবল ভৌমিক এবং অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

এক সাক্ষাৎকারে কর্পোরেটর বলেন দুর্গতদের যথারীতি সাহায্য করছে সরকার। তারপরও তিনি স্বউদ্যোগে দুর্গতদের সহায়তা করার প্রয়াস নিয়েছেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন বিজেপি দলের অন্যান্য কার্যকর্তার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা করে যাচ্ছে।

বন্যায় প্রভাবিত কৈলাসহরের বিভিন্ন এলাকা, শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ৭৮৭৮ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ আগস্ট: রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মত ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কৈলাসহরে। এখনো পর্যন্ত বন্যা কবলিত এলাকার ৭৮৭৮ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন শরণার্থী শিবিরে। উদ্ধার কার্য চালিয়ে যাচ্ছে এনডিআরএফ টিম। প্রবল বর্ষণে রাজ্যের বিভিন্নস্থানের পাশাপাশি কৈলাসহরেও ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কারণে এখনো পর্যন্ত ৭৮৭৮ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন শরণার্থী শিবিরে।

বন্যা কবলিত এলাকার দুর্গতদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ২৭টি শিবির খোলা হয়েছে কৈলাসহর মহকুমায়। দুর্গতদের উদ্ধার কাজের নিয়োজিত রয়েছে এনডিআরএফ টিম।

আগামী ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। তাই নদীর জল বর্তমানে কমের দিকে থাকলেও যেকোনো সময় বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোথাও কোন ধরনের বাঁধ ভাঙ্গার সম্ভাবনা নেই অথবা আতঙ্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে মহকুমা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার পৌরসভার চেয়ারপার্সন মহকুমা শাসক, ব্লক আধিকার ও ডিসিএম কে সাথে নিয়ে শরণার্থী শিবির ও বাঁধ পরিদর্শন করছেন জেলাশাসক। শরণার্থী শিবির গুলিতে বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থাগুলি নিজ নিজ সাধ্য মতে সাহায্য প্রদান করছে।

এদিকে বন্যা পীড়িতদের সহায়তায় এগিয়ে এল রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ কৈলাসহর শাখা।বৃহস্পতিবার তাদের উদ্যোগে বন্যা পীড়িত ৫২৫ জনের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।বৃহস্পতিবার শরণার্থীদের সহায়তায় মাঠে নামলো রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ কৈলাশহর শাখা। এদিন তাদের উদ্যোগে কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া ৫২৫ জন শরণার্থীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ কৈলাশহর শাখার সহকারী অধ্যক্ষ সহ অন্যান্যরা। রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ কৈলাশহর শাখার এই ধরনের উদ্যোগ দেখে খুশি ব্যক্ত করেন গোটা কৈলাশহরবাসী।

প্লাবিত বটতলা মহাশ্মশান, সমস্যা কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট : ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে বটতলা মহাশ্মশানের বেশ কয়েকটি চুল্লি জলের তলায় চলে গিয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এ চুল্লিতে মরদেহের শেষকৃত্য করানো সম্ভব হচ্ছে না। ঘরের ভেতরের বৈদ্যুতিক চুল্লিতেই মরদেহের শেষকৃত্য করানো হচ্ছে।

টানা বর্ষণের কারণে বটতলা চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মহাশ্মশানের ডোম ও কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মরদেহ শেষকৃত্য করাতে কিন্তু তারপরও বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে শ্মশানযাত্রীরা অপেক্ষায় বসে থাকেন। এক কর্মী জানিয়েছেন, গতকালের বৃষ্টিতে বটতলা মহাশ্মশান জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আজ সকাল থেকে মরদেহ শেষকৃত্য করানো সম্ভব হচ্ছে না।

বন্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উচ্চতর কমিটি করার প্রস্তাব

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূস বন্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেছেন যাতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে দু'দেশ যৌথভাবে মোকাবিলা করতে পরে ।বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি ভারত সরকারকে এই প্রস্তাব দেন ।সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, ড় ইউনূস বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে আমরা যে ধরনের

ফ্ল্যাগ মিটিং করি, উচ্চ পর্যায়ের এমন একটি কমিটি করা গেলে এটি ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মিটিং করবে এবং উভয় দেশ যৌথভাবে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ ও ভারত আন্তঃসীমান্তে অবস্থিত এবং অনেক আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে, সুতরাং এ ধরনের উদ্যোগ বন্যার মত পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের জন্য সহায়ক হবে ।ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে ড় ইউনূস আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের অমীমাংসিত পানির হিস্যার বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন। ভারতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার উল্লেখ করে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড় ইউনূস বিমসটেক ও সার্ককে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সার্কভুক্ত দেশের তরুণরা নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য যেন একসঙ্গে কাজ করতে পারে আমদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বৈঠকে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দেখতে চাই এবং উভয় দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুতপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাস করি। ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, ত্রিপুরায় এবার যে বন্যা হয়েছে তা নজিরবিহীন। সেখানে ৫০ হাজারের মত মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় পানির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে উপচে পড়ে পানি বাংলাদেশে ঢুকেছে। প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাস এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।